মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয়

প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য

গবেষণা সিরিজ-১

প্রফেসর ডা: মো: মতিয়ার রহমান

F.R.C.S (Glasgow)

চেয়ারম্যান

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বিভাগীয় প্রধান, সার্জারী বিভাগ

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোনঃ ০২-৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯-৪৭৪৬১৭, ০১৯৭৯-৪৬৪৭১৭
E-mail: qrfbd2012@gmail.com
www.qrfbd.org
For online order: www. shop.qrfbd.org

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : আগষ্ট ১৯৯৭
একাদশ সংস্করণ : নভেম্বর ২০১৮

কম্পিউটার কম্পোজ

QRF

মূল্য: ৭২ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মিডিয়া প্লাস
২৬২/এফ, এলিফ্যান্ট রোড,
কাটাবন ঢাল, ঢাকা- ১২০৫
মোবাইল: ০১৭১৪৮১৫১০০

ক্রম.	সূচীপত্র	পৃষ্ঠা
১	আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ	০৪
২	চিকিৎসক হয়েও কেনো এ বিষয়ে কলম ধরলাম	০৫
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	০৯
৪	আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা	২১
৫	মূল বিষয়	২২
৬	মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানার গুরুত্ব	২২
৭	মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাসমূহ	২৭
৮	মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় জানার জন্য মানব জীবনের কাজসমূহের শ্রেণীবিভাগ	২৮
৯	মানুষ সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য ও পাথেয়	২৮
১০	মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে Common sense	২৯
১১	মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়	৩৫
১২	‘মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয়’ বিষয়ে কুরআনে উপস্থিত থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত	৩৫
১৩	মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে আল কুরআন	৩৮
১৪	মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৫৫
১৫	মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস	৫৫
১৬	ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ন্যায়-অন্যায় কাজগুলো কী কী তা জানার উপায়	৬৩
১৭	পাথেয়গুলোর মধ্যে উপাসনাগুলোকে অধিক গুরুত্ব দেয়ার কারণ	৬৪
১৮	মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে কুরআনের জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব	৬৫
১৯	শেষ কথা	৬৫

সারসংক্ষেপ

একটি জিনিসের উদ্দেশ্য হলো- যে লক্ষ্য অর্জনের জন্য জিনিসটি সৃষ্টি, তৈরি বা প্রনয়ণ করা হয়েছে সেটি। আর পাথেয় হলো উদ্দেশ্যটি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় বা বিষয়সমূহ। কোনো জিনিস ব্যবহার করে কল্যাণ পেতে বা সফল হতে হলে ঐ জিনিস সৃষ্টি, তৈরি বা প্রনয়ণের উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তাই, মানুষকে তার জীবন ব্যবহার করে দুনিয়ায় কল্যাণ পেতে ও পরকালে সফল হতে হলে কি উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং সে উদ্দেশ্য সাধনের পাথেয় কি তা সঠিকভাবে জানা অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। অত্যান্ত দুঃখের বিষয় মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে বর্তমান মুসলিমদের ধারণা কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর প্রকৃত তথ্য থেকে বহু দূরে। এটি মুসলিমদের বর্তমান অধঃপতিত অবস্থার একটি মূল কারণ। পুস্তিকাটিতে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর তথ্যের ভিত্তিতে মানুষ সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য ও পাথেয় তূলে ধরা হয়েছে। পুস্তিকাটি মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার ব্যাপক কল্যাণ বয়ে আনতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ।

চিকিৎসক হয়েও কেনো এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেনো এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেনো কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিলো। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড় বড় বই পড়ে বড় চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবখানি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো।

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন মাজীদ পড়ে ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্যে যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম

ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো-

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً ۙ أُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, তা যারা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরেনা, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেননা (তাদের ছোটখাট গুনাহও মাফ করবেননা), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা: কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থ কিছু পাওয়া। ছোট ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড় ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড় কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন- তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোট ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করেনা বা মানুষকে জানায়না, তারা যেনো তাদের পেট আগুন দিয়ে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবেনা। অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবেনা। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেননা। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতখানি আমার মনে পড়লো-

كِتٰبٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ.

অনুবাদ: এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেনো কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মু'মিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা: কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের অন্তরে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে-

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা (না বলা) অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দূরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দু'টি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন- মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবেনা (বলা বন্ধ করবেনা) বা ঘুরিয়ে বলবেনা।

কুরআনের অন্য জায়গায় (আল-গাশিয়াহ/৮৮ : ২২, আন-নিসা/ ৪ : ৮০) আল্লাহ রাসূল (সা.)কে বলেছেন- পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবেনা। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবেনা, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখনিতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলোনা। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (সিহাহ সিত্তার প্রায় সব হাদীসসহ আরো অনেক

হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বইটি লেখা আরম্ভ করি ১০. ০৪. ১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআনিআ (কুরআন নিয়ে আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এবং কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি তিনি যেনো এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রাসূল (আ.) ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেনো আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন-এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান
১০. ০৪. ১৯৯৬

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি- কুরআন, সুন্নাহ এবং Common sense। কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি আল্লাহ প্রদত্ত মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা। আর Common sense হলো আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এ তিনটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুস্তিকাটির জন্য এই তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক।

ক. আল কুরআন

কোনো কিছু পরিচালনার বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হলো ঐটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মূল বিষয় ও কিছু আনুসঙ্গিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেনো ঐ যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল (আসমানী কিতাব) সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঐ আসমানী কিতাবে আছে তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়), অধিকাংশ দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়) এবং কিছু অমৌলিক বিষয়।

এটা আল্লাহ এজন্য করেছেন যে, মানুষ যেনো তাদের জীবন পরিচালনার মূল বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিলো যে, রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর পর আর কোনো নবী-রাসূল (আ.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই, তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল কুরআনের তথ্যগুলো যাতে রাসূল (সা.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও সময়ের বিবর্তনে মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোনো কমবেশি না হয়ে যায়, সেজন্য কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ

তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বা প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হলো, সবক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যই কুরআন নিজে এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন-'কুরআন তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা।'

(গোলাম আহমাদ বাররী, তারীখে তাফসীর, পৃষ্ঠা- ১৩৮)

তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেনো অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নিসার ৮২নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন- কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই।

বর্তমান পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সুন্নাহ (হাদীস)

সুন্নাহ হলো কুরআনের বক্তব্যের বাস্তব রূপ বা ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে। রাসূল (সা.) নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো কথা, কাজ বা সমর্থন করতেন না। তাই সুন্নাহও প্রমাণিত জ্ঞান। কুরআন দ্বারা যদি কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায় তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়, কখনও বিরোধী হয়না। তাই সুন্নাহ কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে। কখনও বিরোধী হবেনা। এ কথাটি আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন সূরা আল হাক্কাহ এর ৪৪-৪৭ নং আয়াতের মাধ্যমে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ

অনুবাদ: আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই

আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অত:পর অবশ্যই আমরা তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অত:পর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা থেকে আমাকে বিরত করতে পারতে।

(আল হাক্কাহ/৬৯: ৪৪-৪৭)

একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকারীকে কোনো কোনো সময় এমন কথা বলতে হয় যা মূল বিষয়ের অতিরিক্ত। কিন্তু তা মূল বিষয়ের বিরোধী নয়। তাই কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে যেয়ে রাসূল (সা.) এমন কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা কুরআনের বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসকে যেন দুর্বল হাদীস রহিত (Cancel) করে না দেয়। হাদীসকে পুস্তিকার তথ্যের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে।

গ. Common sense

কুরআন ও সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তথ্যটি প্রায় সকল মুসলিম জানে ও মানে। কিন্তু Common sense যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি উৎস এ তথ্যটি বর্তমান মুসলিম উম্মাহ একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। Common sense নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'Common sense-এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেনো'** নামক পুস্তিকাটিতে। তবে Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব ইত্যাদি দিক সম্পর্কিত বাস্তবতা, কুরআন ও হাদীসের কিছু তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো। তথ্যগুলো পৃথিবীর সকল মানুষ বিশেষ করে মুসলিমদের জানা ও মানা দরকার।

বাস্তবতা

মানুষের জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের জন্য কোনটি উপকারী (সঠিক) এবং কোনটি ক্ষতিকর (ভুল বা রোগসৃষ্টিকারী) তা পার্থক্য করতে পারা এবং উপকারী জিনিস শরীরে ঢুকতে দেয়া ও ক্ষতিকর জিনিস ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunological System) নামের মহাকল্যাণকর এক দারোয়ান আল্লাহ সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। মানুষের জীবন শান্তিময় হওয়ার জন্য সঠিক জ্ঞান ও ভুল জ্ঞান পার্থক্য করতে পারা এবং জ্ঞানের রাজ্যে সঠিক জ্ঞান ঢুকতে দেয়া ও ভুল জ্ঞান ঢোকা প্রতিরোধ করতে পারার বিষয়টিও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নামের

মহাকল্যাণকর এক **দারোয়ান** সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই সহজে বলা যায়, সঠিক জ্ঞান ও ভুল জ্ঞান পার্থক্য করতে পারা এবং জ্ঞানের রাজ্যে সঠিক জ্ঞান ঢুকতে দেয়া ও ভুল জ্ঞান ঢোকা প্রতিরোধ করতে পারার জন্য কোনো একটি ব্যবস্থা তথা **দারোয়ান** জন্মগতভাবে সকল মানুষকে মহান আল্লাহর দেয়ার কথা। বাস্তবে আল্লাহ তা'য়ালা সকল মানুষকে তা দিয়েছেন। সে দারোয়ান হলো বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান।

কুরআন

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ؕ

অনুবাদ: কসম মনের (অন্তর/Mind) এবং তাঁর যিনি তাকে সঠিকভাবে গঠন করেছেন। অত:পর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক), (পার্থক্য করার শক্তি)। অবশ্যই সে সফল হবে যে তাকে (ঐ শক্তিকে) উৎকর্ষিত করবে। আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে তাকে (ঐ শক্তিকে) অবদমিত করবে।

(আশ্-শামস/৯১ : ৭, ৮)

ব্যাখ্যা: ভুল ও সঠিক পার্থক্য করার শক্তি হলো 'জ্ঞানের শক্তি'। মহান আল্লাহ মানুষকে জন্মগতভাবে দু'টি শক্তি দিয়েছেন-জীবনী শক্তি ও জ্ঞানের শক্তি। জীবনী শক্তি দেয়ার আল্লাহর পদ্ধতি হলো 'ফুঁক', যা তিনি জানিয়েছেন সূরা হিজরের ২৯ নং আয়াতে-

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ

অনুবাদ: যখন আমি তাকে বিন্যস্ত করবো এবং আমার রূহ থেকে কিছু তাকে ফুঁকে দেবো তখন তোমরা তাঁর প্রতি সিজদাবনত হবে।

(হিজর/১৫: ২৯)

অন্যদিকে মানুষকে জ্ঞানের শক্তি দেয়ার আল্লাহর পদ্ধতি হলো 'ইলহাম'। যা তিনি জানিয়েছেন সূরা শামসের ৭ ও ৮ নং আয়াতের মধ্যে।

তাই, সূরা শামসের ৮নং আয়াতখানিতে মহান আল্লাহ বলেছেন- তিনি জন্মগত-ভাবে 'ইলহাম'-এর মাধ্যমে মানুষকে জ্ঞানের শক্তি দিয়েছেন। জন্মগতভাবে লাভ করা এই জ্ঞানের শক্তিকে বোধশক্তি, বিবেক, Common sense, আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান বা **عقل** বলে। এ কথাটি যে সত্য, তা আমরা সকলেই অনুভব করি।

অন্যদিকে, সূরা শামসের ৯ ও ১০ নং আয়াত থেকে জানা যায় জন্মগতভাবে লাভ করা এই শক্তিটি উৎকর্ষিত বা অবদমিত হতে পারে। তাই Common sense এর তথ্য সঠিক ও ভুল উভয়টি হতে পারে। তাই Common sense এর তথ্য অপ্রমাণিত (সাধারণ)।

হাদীস

হাদীস-১

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَ السَّلاَمُ لِوَابِصَةَ جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَ الاِثْمِ .قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَجَمَعَ اَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ .وَ قَالَ اِسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلاَثًا .اَلْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالاِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَ تَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَاِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ.

অনুবাদ: রাসূল (সা.) ওয়াবেছা (রা.)কে বললেন- তুমি কি নেকী (সঠিক) ও পাপ (ভুল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো- হ্যাঁ। অত:পর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে আমার ছদরে মারলেন এবং বললেন-তোমার মন ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা করো। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন- যে বিষয়ে তোমার মন ও অন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকী। আর পাপ হলো তা, যা তোমার মনে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়।
(মুসনাদে আহমদ, ওয়াবেসা (রা.)-এর হাদীস পরিচ্ছেদ, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, লেবানন ২০০১, হাদীস নং ১৮০০৬)

ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানিসহ অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায়- মানুষের মনে একটি শক্তি আছে যা বুঝতে পারে কোনোটি সঠিক ও কোনোটি ভুল। মানুষের মনের ঐ শক্তিকে বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান বলে।

হাদীসখানির শেষে 'যদিও মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়' কথাটির মাধ্যমে রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো মানুষ যদি এমন কথা বলে যাতে মন সায় দেয় না, তবে বিনা যাচাইয়ে তা মেনে নেয়া যাব না। সে ব্যক্তি যত বড় মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুফতি, প্রফেসর, চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার হোক না কেনো।

হাদীস-২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَ وَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ البَهِيمَةِ تُنْتَجُ البَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ.

অনুবাদ: হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- প্রত্যেক নবজাতক ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে। অত:পর তার মাতা-পিতা তাকে ইয়াহুদী বা নাসারা অথবা অগ্নি উপাসক বানায়। যেমন চতুস্পদ জন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাকে (জন্মগত) কানকাটা দেখেছো?

(সহীহ বুখারী, জানাযা অধ্যায়, মুশরীকদের সন্তানদের ব্যাপারে বক্তব্য পরিচ্ছেদ, মাকতাবাতুস সাফা, কায়রো, মিশর, ২০১৩, হাদীস নং ১৩৮৫, পৃষ্ঠা নং ১৬৭)

ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানিসহ আরো হাদীস থেকে জানা যায়, মা-বাবা তথা শিক্ষা ও পরিবেশ মানব শিশুকে ইসলামী প্রকৃতি থেকে সরিয়ে ইহুদী, ঈসায়ী বা মজুসী তথা অন্য ধর্ম-বিশ্বাসের অনুসারী বানিয়ে দেয়। অর্থাৎ শিক্ষা ও পরিবেশের কারণে মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense অবদমিত বা পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাই সে অন্য ধর্ম-বিশ্বাসের অনুসারী হয়ে যায়।

তাই, কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায় এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেই জানি-পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা Common sense পরিবর্তিত হয়। আর তাই Common sense বিরোধী কথা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে কুরআন ও প্রয়োজন হলে হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে। আবার Common sense সিদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার আগে কুরআন ও প্রয়োজন হলে হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

Common sense কে যথাযথভাবে ব্যবহার করার গুরুত্ব কি পরিমাণ তা মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

তথ্য - ১

إِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির, বোবা যারা Common sense কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা: যারা Common sense -কে যথাযথভাবে কাজে লাগায় না তাদেরকে নিকৃষ্টতম জীব বলার কারণ হলো- একটি হিংস্র জীব ২-৪ জনের বেশী মানুষের ক্ষতি করতে পারেনা। মানুষ সেটিকে মেরে ফেলে। কিন্তু Common sense-কে যথাযথভাবে কাজে না লাগানো একজন মানুষ (Non-sense মানুষ) লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষতি করতে পারে।

তথ্য - ২

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ.

অনুবাদ: আর যারা Common sense কে কাজে লাগায় না তাদের ওপর তিনি ভুল চাপিয়ে দেন (ভুল চেপে বসে)।

(ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মানুষ যদি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করে তবে আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী তাদের ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।

তথ্য - ৩

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

অনুবাদ: তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মনের (মনে থাকা Common sense-এর) অধিকারী হতে পারতো যার মাধ্যমে (কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়লে সঠিকভাবে) বুঝতে পারতো এবং এমন কানের অধিকারী হতে পারতো যা (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শোনার পর সঠিকভাবে বুঝার মতো) শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হতো। প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা Common sense) যা অবস্থিত (সম্মুখ ব্রেইনের) অগ্রভাগে।

(হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির প্রথম অংশে বলা হয়েছে- মানুষ দেশ ভ্রমণ করলে কুরআন ও সুন্নাহ সঠিকভাবে বুঝার মতো Common sense এবং শ্রুতিশক্তির অধিকারী হতে পারে। এর কারণ হলো- পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা বাস্তব (সত্য) বিষয় বা উদাহরণ জেনে বা দেখে জ্ঞান অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে মানুষের মনে থাকা Common sense উৎকর্ষিত হয়। ঐ উৎকর্ষিত Common sense-এর মাধ্যমে মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়ে বা শুনে সহজে বুঝতে পারে।

আয়াতখানির দ্বিতীয় অংশে মহান আল্লাহ প্রথম অংশে বলা বিষয়টি ঘটার কারণ বলে দিয়েছেন। সে কারণ হলো- মানুষের মন তথা মনে থাকা Common sense-এ একটি বিষয় সম্পর্কে পূর্বে ধারণা না থাকলে বিষয়টি চোখে দেখে বা কানে শুনে মানুষ সঠিকভাবে বুঝতে পারেনা। এ কথাটিই ইংরেজীতে বলা হয় এভাবে- What mind does not know eye will not see.

তাই. আয়াতখানি থেকে জানা যায়- মানুষের মনে থাকা Common sense- এ একটি বিষয় সম্পর্কে আগে থেকে ধারণা না থাকলে ঐ বিষয় ধারণকারী কুরআনের আয়াতের সঠিক তাৎপর্য (অর্থ ও ব্যাখ্যা) মানুষ বুঝতে পারেনা।

তথ্য - ৪

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

অনুবাদ: তারা আরো বলবে- যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনতাম অথবা Common sense কে ব্যবহার করতাম তাহলে আজ আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না।

(মূলক/৬৭ : ১০)

ব্যাখ্যা: আয়াতটিতে শেষ বিচার দিনে জাহান্নামের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যেসব কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে- যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনতো অথবা ইসলাম জানার জন্য Common sense কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো, তবে তাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না। কারণ, Common sense কে কুরআন ও সুন্নাহর সাথে যথাযথভাবে ব্যবহার করলে তারা জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করতে পারতো। আর সহজেই বুঝতে পারতো যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর সকল কথা Common sense সম্মত। ফলে তারা তা সহজে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে পারতো এবং তাদের দোযখে যেতে হতো না। আয়াতখানি থেকে তাই বুঝা যায়, কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা জাহান্নামে যাওয়ার একটা কারণ হবে।

তাই, Common sense-এর রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি সাধারণ (অপ্রমাণিত) উৎস হিসেবে নেয়া হয়েছে। তবে Common sense ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে-

ক. Common sense বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা অধঃপতিত হয়, তবে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না

খ. সঠিক বা সম্পূরক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে Common sense উৎকর্ষিত হয়ে কুরআন-সুন্নাহর কাছাকাছি পৌঁছে যায় কিন্তু একেবারে সমান হয়না

গ. মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী কুরআন এর কোনো বক্তব্য যদি বুঝা না যায় তবুও তাকে সত্য বলে নি:সন্দেহে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানুষের জ্ঞান একটি বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত কুরআনের কোনো কোনো আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে নাও আসতে পারে। আর এ কারণেই আল্লাহ Common sense এর ব্যবহার এবং কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করাকে কোনো বিশেষ কালের মানুষের জন্য নির্দিষ্ট করে দেননি। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করি-

১. অল্প সময়ে রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে পৌঁছার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর রাসূলের (সা.) মে'রাজ বুঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে।

২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন- দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে, আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (VIDEO recording) এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার পূর্ব পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই 'কাজ দেখানো' শব্দটি সঠিকভাবে বুঝা সম্ভব ছিলো না। তাই পুরাতন তাফসীরগুলোতে এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘণ্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাঁর ফেরেশতা (রেকর্ডিং কর্মচারী) দিয়ে ভিডিও রেকর্ডের মত রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিস্ক (Computer disk) বা তার চেয়েও উন্নত কোনো পদ্ধতিতে সংরক্ষিত রাখছেন। শেষ বিচারের দিন এ রেকর্ড তথ্য-প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হবে।

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর (Developmental steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের মোফাসসিরগণের পক্ষে তার সঠিক তাফসীর করা সম্ভব হয়নি। আর এর কারণ হলো বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তর পর্যন্ত না পৌঁছানো। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryological development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

জ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়া এবং উৎকর্ষিত হওয়ার কারণে পরের যুগের যোগ্য মানুষদের কুরআন ও সুন্নাহ অধিক ভালো বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারার বিষয়টি রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

হাদীস-১

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اَللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ ... ...

অনুবাদ: আবু বাকরা (রা) বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) কুরবানির দিন আমাদের উদ্দেশ্যে দেয়া এক ভাষণে বললেন- সাবধান! আমি কি তোমাদের নিকট পৌঁছায়েছি (রিসালাতের বাণী)? তারা (সাহাবীগণ) বললেন, হ্যাঁ। (অত:পর) তিনি বললেন- হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো। অত:পর উপস্থিতরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ বক্তব্য পৌঁছে দেয়। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে যার নিকট পৌঁছানো হয় সে শ্রোতা অপেক্ষা অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণকারী হয় .....।

(সহীহ বুখারী, হাজ্জ অধ্যায়, মিনা দিবসে বক্তব্য পরিচ্ছেদ, মাকতাবাতুস সাফা, কায়রো, মিশর, ২০১৩, হাদীস নং ১৭৪১, পৃষ্ঠা নং ২০৮)

হাদীস-২

عَنْ زَيْدِبْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ نَضَّرَ اللهُ إِمْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَبَلَّغَهُ غَيْرَهُ. فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ.

অনুবাদ: যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ সদা প্রফুল্ল ও সুখী রাখুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করার পর অন্যের নিকট পৌঁছে দিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বাহক নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানীর নিকট জ্ঞান পৌঁছে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে বাহক নিজে জ্ঞানী হয় না।

(বায়হাকী, শোয়া'বুল ঈমান, জ্ঞান প্রচার অধ্যায়, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন, ২০০৪, খণ্ড- ০২, হাদিস নং-১৭৩৬, পৃষ্ঠা নং ৭৪৬)

বিজ্ঞান

মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয়না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense এর বিরাট ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন আপেলটি উপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেনো? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common

sense এর এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। তাহলে দেখা যায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense এর ন্যায় বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর আলোকে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে বিজ্ঞানের কোনো তত্ব বা তথ্য যদি নির্ভুল হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য একই হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে-

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ؕ
اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ.

অনুবাদ: শীঘ্রই আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো, যতক্ষণ না তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।

(হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা: দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদুর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ হলো- প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াতে যা বলা হয়েছে- খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদুর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য একই হবে।

কিয়াস ও ইজমা

কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক অর্থবোধক বা কুরআন ও সুন্নাহ-এ উল্লেখ নেই এমন বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর অন্য তথ্য এবং Common sense– এর আলোকে ইসলামের যে কোনো যুগের একজন জ্ঞানী ব্যক্তির গবেষণার ফলকে **'কিয়াস'** বলে। আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফলাফল এক হওয়া অথবা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলের একমত হওয়াকে **'ইজমা'** (Concensus) বলে। তাই সহজে বুঝা যায়- কিয়াস বা ইজমা আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস নয়। কিয়াস ও ইজমা হলো আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি (কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense) ব্যবহার করে একটি বিষয়ে যে কোনো যুগের জ্ঞানী ব্যক্তির একক বা সামষ্টিক গবেষণার ফল। গবেষণার ফল কখনো উৎস হতে পারেনা। গবেষণার ফল হবে সূত্র বা রিফারেন্স। তাই কিয়াস ও ইজমা উৎস হবেনা। কিয়াস ও ইজমা হবে সূত্র বা রিফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যে কোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এ ব্যাপারে কিয়াস করার সুযোগ নেই।

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা

যেকোনো বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের নীতিমালাটি মহান আল্লাহ সার-সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং এবং সূরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নং আয়াতসহ আরো আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র নিয়ে ছড়ানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রাসূল (সা.) নীতিমালাটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে '**নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্য কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের নীতিমালা**' নামক বইটিতে। তবে নীতিমালাটির সংক্ষিপ্ত চলমান চিত্র এখানে উপস্থাপন করা হলো-

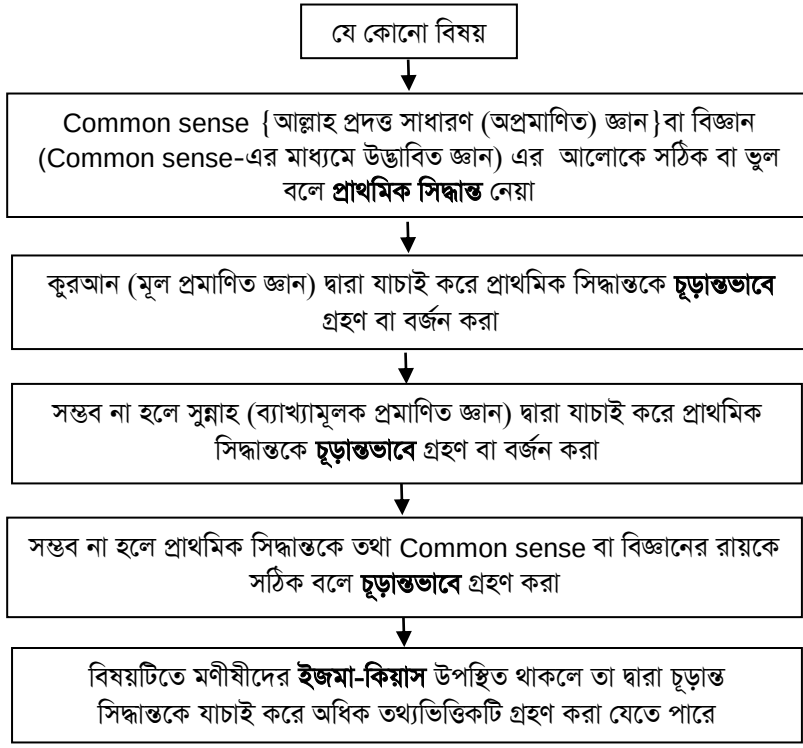

মূল বিষয়

একটি জিনিসের উদ্দেশ্য হলো- যে লক্ষ্য অর্জন করার জন্য জিনিসটি সৃষ্টি, তৈরী বা প্রনয়ণ করা হয়েছে সেটি। আর পাথেয় হলো উদ্দেশ্যটি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় বা বিষয়সমূহ। যিনি একটি জিনিস সৃষ্টি করেন তিনিই জিনিসটি সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জ্ঞান রাখেন। আর তাই, তিনি ঐ উদ্দেশ্য ও পাথেয় জানিয়েও দেন। মানুষ সৃষ্টিরও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এবং পাথেয় আছে। স্বাভাবিকভাবে মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সে উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জ্ঞান রাখেন এবং তিনি তা জানিয়েও দিয়েছেন। আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর আলোকে মানুষ সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য ও পাথেয় জানা বা বোঝাও সহজ। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্বন্ধে বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের মধ্যে যে ধারণাসমূহ বিদ্যমান সেগুলো মানুষ সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য ও পাথেয়ের সাথে শতভাগ বা অনেকাংশে সংগতিপূর্ণ নয়। আর এটি তাদের বর্তমানের চরম অধ:পতিত অবস্থার একটি মূল কারণ। তাই, মানুষ সৃষ্টির পেছনে মহান আল্লাহর প্রকৃত উদ্দেশ্য ও পাথেয় কি তা জাতিকে জানানো এ প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য। মানুষের ইহকালের সুখ, সমৃদ্ধি ও প্রগতি এবং পরকালের মুক্তির জন্য পুস্তিকাটি ব্যাপক সহায়ক হবে, ইনশাআল্লাহ।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানার গুরুত্ব

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানার গুরুত্ব বিষয়টির দু'টি দিক আছে-

ক. দুনিয়ার জীবনের দিক

খ. পরকালীন জীবনের দিক

ক. দুনিয়ার জীবনের দিক থেকে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানার গুরুত্ব

দৃষ্টিকোণ-১

❑ কল্যাণ পাওয়ার দৃষ্টিকোণ

কোনো জিনিস ব্যবহার করে কল্যাণ পেতে হলে জিনিসটি তার প্রস্তুতকারক যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, সে উদ্দেশ্য সাধনকে সামনে রেখে তা ব্যবহার করতে হয়।

একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। ধরা যাক রেডিও। রেডিও থেকে কল্যাণ পেতে হলে সর্বপ্রথম জানতে হবে- রেডিওটা কী উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। তারপর সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রেডিওটা ব্যবহার করতে হবে। রেডিও বানানোর উদ্দেশ্যে হলো- মানুষ এর মাধ্যমে বিভিন্ন রেডিও সেন্টারের অনুষ্ঠান শুনবে এবং তা থেকে উপকৃত হবে। কেউ যদি রেডিওকে তার

প্রস্তুতকারকের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার না করে দেখার বস্তু হিসেবে ঘরের কোণে রেখে দেয়, তাহলে রেডিও দ্বারা তার কোনো কল্যাণ হবে না।

আল্লাহ্ও মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। তাই, মানুষ যদি জীবন ব্যবহার করে দুনিয়ায় কল্যাণ পেতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই সৃষ্টিকর্তার সেই উদ্দেশ্যকে প্রথমে জানতে হবে। তারপর জীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবে ঐ উদ্দেশ্য সাধনকে সামনে রেখে। এটি না হলে- মানুষের দুনিয়ার জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল হবে না।

দৃষ্টিকোণ-২

❑ ভুল ধরতে পারার দৃষ্টিকোণ

কোনো জিনিস তৈরির উদ্দেশ্যটি জানা থাকলে কোনটি ঐ জিনিসের ব্যাপারে ভুল বিষয় তা সহজেই ধরা যায়। সে ধরার উপায় হলো- যে বিষয়, জিনিসটির উদ্দেশ্য সাধনের পথে স্পষ্ট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তা ঐ জিনিসের ব্যাপারে ভুল বিষয়।

উদাহরণ স্বরূপ একটি কলমকে ধরা যায়। কলম তৈরির উদ্দেশ্য হলো লেখা। যদি কেউ বলে- কলম ব্যবহারের একটি নিয়ম হলো লিখার সময় নিবটি উপরের দিকে ধরে রাখা, তবে যার কলম তৈরির উদ্দেশ্যটা জানা আছে সে সহজেই বলতে পারবে যে, এটি কলম ব্যবহারের বিষয়ে একটি ভুল কথা। কারণ নিব উপরের দিকে থাকলে কলম তৈরির উদ্দেশ্য তথা লিখার কাজটি সাধন হবে না। অন্যকথায় এটি কলম তৈরির উদ্দেশ্য সাধনের পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী একটি কথা।

তাই, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানা থাকলে, কোনটি মানুষের ব্যাপারে ভুল বিষয় তা সহজেই ধরে ফেলা যায়। সে ধরার উপায় হবে- যে বিষয়, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের পথে স্পষ্ট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তা মানুষের জীবনের ব্যাপারে ভুল বিষয়। আর এর ফল স্বরূপ ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জন এবং সে অনুযায়ী আমল করে মানুষের দুনিয়ার জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল হবে।

দৃষ্টিকোণ-৩

❑ প্রণীত হওয়া ব্যবহার বা পরিচালনার বিধি-বিধান বোঝা এবং নতুন বিধি-বিধান তৈরী করা সহজ হওয়ার দৃষ্টিকোণ

একটি জিনিসের সৃষ্টি বা তৈরীর উদ্দেশ্য (মাকসুদ) জানা থাকলে জিনিসটি সম্পর্কিত ইতোমধ্যে প্রণীত হওয়া ব্যবহার বা পরিচালনার বিধি-বিধান বোঝা এবং প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত ব্যবহার বা পরিচালনার বিধি-বিধান প্রণয়ন করা সহজ হয়।

উদাহরণ স্বরূপ একটি ছুরির বিষয়টি ধরা যাক। ছুরি তৈরীর উদ্দেশ্য হলো কোনো কিছু কাটা। যার ছুরির এ উদ্দেশ্যটি জানা আছে সে 'কাটার সময় ছুরির ধারালো দিকটা নিচের দিকে রাখতে হবে'- ছুরি সম্পর্কিত ইতোমধ্যে প্রণীত হওয়া এ ব্যবহার বিধিটা সহজে বুঝতে পারবে। আর 'ছুরি ধরার জন্য একটি হাতল বানাতে হবে'- ছুরি সম্পর্কিত এ ব্যবহার বিধিটা ইতোমধ্যে প্রণীত না হয়ে থাকলে ছুরির উদ্দেশ্যটি জানা থাকা ব্যক্তি এ বিধিটা সহজে বানাতে পারবে।

তাই, আল্লাহ কর্তৃক মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য (মাকসুদ) জানা থাকা ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহে উপস্থিত থাকা মানুষের জীবন পরিচালনার বিধি-বিধান সহজে বুঝতে পারবে এবং মনের প্রশান্তি নিয়ে তার উপর আমল করতে পারবে। আর প্রয়োজন হলে কুরআন ও সুন্নাহে নাই এমন সঠিক বিধি-বিধান বানাতেও পারবে।

খ. পরকালীন জীবনের দিক থেকে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানার গুরুত্ব

আল কুরআন

তথ্য-১

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ.

অনুবাদ: আমরা আকাশ, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোনো কিছুই বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি; এটি কাফির লোকদের ধারণা; সুতরাং যারা কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ।

(সূরা সোয়াদ/৩৮ : ২৭)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির মাধ্যমে যে তথ্যগুলো মহান আল্লাহ্ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তা হলো-

- মহাকাশ, পৃথিবী এবং এ উভয়ের মধ্যে থাকা সকল কিছু অর্থাৎ মানুষ, পশু-পক্ষী, গাছপালা, নদীনালা, কুরআন, সালাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদির প্রত্যেকটি সৃষ্টি বা প্রণয়ন করার পেছনে আল্লাহ তা'য়ালার একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে
- যারা মনে করে, ঐ সবের কোনো একটিও মহান আল্লাহ্ বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি বা প্রণয়ন করেছেন এবং ফলস্বরূপ তা এমনভাবে ব্যবহার বা পালন করে যে আল্লাহর নির্ধারণ করা উদ্দেশ্যটি সাধন হচ্ছে না তারা কাফির লোক
- পরকালে ঐ কাফিরদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

এ আয়াতের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়- একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ সৃষ্টির সে উদ্দেশ্যটিকে সঠিকভাবে না জানলে এবং সে উদ্দেশ্য সাধনকে সামনে রেখে জীবন ব্যবহার বা পরিচালনা না করলে পরকালে জাহান্নামে যেতে হবে।

তথ্য-২

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ . الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

অনুবাদ: নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং দিন রাত্রির আবর্তনে জ্ঞানবোধ সম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শন (উদাহরণ) রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শয়নে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহর যিক'র করে এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে চিন্তা-গবেষণা করে। (আর বলে) হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি একে বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেননি; আপনি পবিত্র; অতএব আগুনের শাস্তি থেকে আপনি আমাদের রক্ষা করুন।

(আলে-ইমরান/৩ : ১৯০, ১৯১)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি মহাবিশ্ব ও এর মধ্যকার কোনো কিছু বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেননি; বিনা উদ্দেশ্যে কোনো কিছু সৃষ্টি করার ত্রুটি থেকে আপনি মুক্ত'- এ তথ্যের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে মহাকাশ ও পৃথিবীতে উপস্থিত থাকা কোনো কিছু অর্থাৎ মানুষ, পশু-পক্ষী, গাছপালা, নদীনালা, কুরআন, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদির কোনটি আল্লাহ তা'য়ালা উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি বা প্রণয়ন করেননি।

আর আয়াতখানির শেষে থাকা 'অতএব আগুনের শাস্তি থেকে আপনি আমাদের রক্ষা করুন' কথাটির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে- যারা ধারণা করে মহাবিশ্ব বা এতে উপস্থিত থাকা কোনো একটি জিনিস আল্লাহ বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং সে ধারণা অনুযায়ী জিনিসটিকে এমনভাবে ব্যবহার করে যে জিনিসটির ব্যাপারে আল্লাহর কাংখিত উদ্দেশ্যটি কখনও অর্জিত হবে না তাদের পরকালে জাহান্নামে যেতে হবে।

তাই, এ আয়াতের ভিত্তিতেও সহজে বলা যায়- মানুষসহ মহাবিশ্বের সকল কিছু সৃষ্টি বা প্রণয়ন করার পেছনে আল্লাহর একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে। মানুষ

সৃষ্টির সে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যটি সঠিকভাবে না জানলে এবং সে উদ্দেশ্য সাধনকে সামনে রেখে জীবন ব্যবহার বা পরিচালনা না করলে পরকালে জাহান্নামে যেতে হবে।

আল হাদীস

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَّنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

অনুবাদ: ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- নিয়তের (উদ্দেশ্যর) উপরই সকল কাজ নির্ভর করে। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে তাই রয়েছে যা সে নিয়ত করে (যা সে উদ্দেশ্য ঠিক করে)। তাই, যে হিজরাত করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিয়াতে (সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে), তার হিজরাত আল্লাহ ও রাসূলের জন্যেই হয়। আর যে হিজরাত করে দুনিয়া লাভ বা কোনো নারীকে বিবাহ করার নিয়াতে (উদ্দেশ্যে), তার হিজরাত ঐ জন্যে হবে যার নিয়াতে (উদ্দেশ্যে) সে হিজরাত করেছে।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: বুখারী, হাদিস নং-১; মুসলিম, হাদিস নং- ৫০৩৬)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিতে রাসূল (সা.) প্রথমে বলেছেন সকল কাজ তথা সকল কাজের ফল উদ্দেশ্যর উপর নির্ভর করে। এরপর একটি উদাহণের মাধ্যমে বিষয়টি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

তাই হাদীসখানির আলোকে সহজে বলা যায়- আল্লাহ কি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তা জানা এবং সে উদ্দেশ্য সাধনকে সামনে রেখে জীবন ব্যবহার বা পরিচালনা করলে জীবন পরিচালনা নামক কাজের ফল দুনিয়া ও পরকালে ভালো হবে। অন্যথায় নয়। অর্থাৎ দুনিয়ার জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল হবে এবং পরকালে জান্নাত মিলবে। অন্যথায় নয়।

♣♣ এ সকল তথ্যের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়- দুনিয়া ও পরকালীন দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানা অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাসমূহ

বর্তমান বিশ্বের মুসলিম সমাজে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চালু থাকা ধারণাসমূহ হলো-

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো- সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, তাসবিহ-তাহলিল ইত্যাদি উপাসনামূলক কাজ করা

বর্তমান বিশ্বের বেশিরভাগ মুসলিম মানুষ সৃষ্টির আল্লাহর উদ্দেশ্য সম্পর্কে এ ধারণাটি পোষণ করেন। আর এ ধারণা পোষণকারীদের দলিল হলো-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ .

অনুবাদ: আর আমি জ্বিন ও মানুষকে শুধু আমার ইবাদাত করার জন্য সৃষ্টি করেছি।

(যারিয়াত/৫১ : ৫৬)

এ ধারণা পোষণকারীরা আয়াতখানিতে থাকা 'ইবাদাত' শব্দের অর্থ ধরেছেন- সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ, তাসবিহ-তাহলিল ইত্যাদি উপাসনামূলক আমল বা কাজগুলোকে।

২. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো- আল্লাহর দাসত্ব করা

এ ধারণাটাও অনেক মুসলিমের মধ্যে বিদ্যমান। সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, তাসবিহ-তাহলিল ইত্যাদি উপাসনামূলক কাজ আল্লাহর দাসত্বের অন্তর্ভুক্ত। তাই, এ ধারণাতেও সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, তাসবিহ-তাহলিল ইত্যাদি উপসনামূলক কাজগুলো মানুষ সৃষ্টির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

এ ধারণা পোষণকারীদের দলিলও ঐ একই আয়াত-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ .

অনুবাদ: আর আমি জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধু আমার ইবাদাত করার জন্য ।

(যারিয়াত/৫১ : ৫৬)

এ ধারণা পোষণকারীরা আয়াতখানির 'ইবাদাত' শব্দের অর্থ ধরেছেন- 'দাসত্ব'।

৩. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো- আল্লাহর খলিফা হিসেবে জীবন-যাপন করা

এ ধারণাটাও অনেক মুসলিম পোষণ করেন। সালাত, যাকাত, হাজ্জ, তাসবিহ-তাহলিল ইত্যাদি উপাসনামূলক কাজ আল্লাহর খলিফার কাজের অন্তর্ভুক্ত। তাই, এ ধারণাতেও সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, তাসবিহ-

তাহলিল ইত্যাদি আমল তথা উপসনামূলক কাজগুলো মানুষ সৃষ্টির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

এ ধারণা পোষণকারীদের দলিল হলো-

.... إِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً ط

অনুবাদ: ... ... নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলিফা (প্রতিনিধি) পাঠাতে যাচ্ছি। (বাকারা/২ : ৩০)

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় জানার জন্য মানব জীবনের কাজসমূহের শ্রেণীবিভাগ

আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় বোঝা সহজ হয় মানব জীবনের সকল কাজকে নিম্নোক্তভাবে বিভক্ত করে নিলে

পর্যলোচনা করলে দেখা যাবে- মানুষ জীবনে যত কাজ করে তা এ চার বিভাগের কোনো একটির মধ্যে অবশ্যই পড়বে।

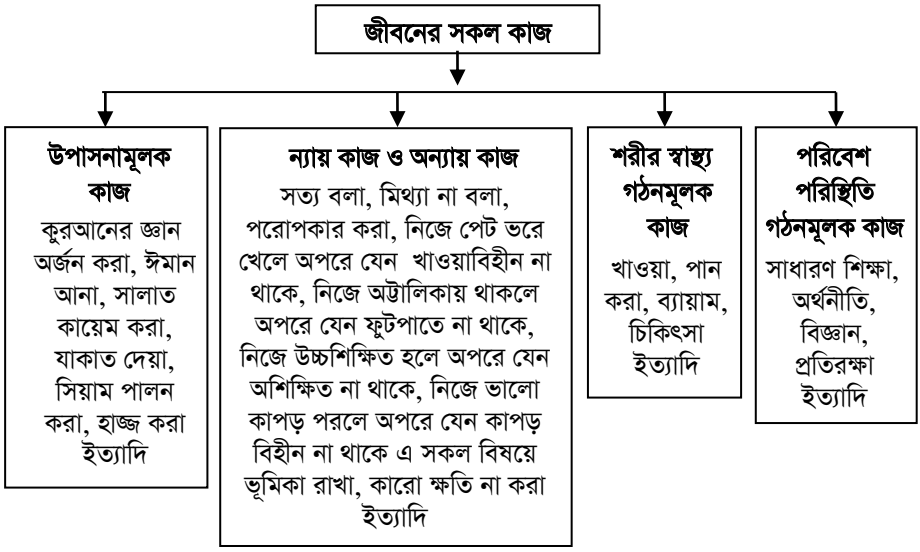

মানুষ সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য ও পাথেয়

আমরা এখন ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী কুরআন, সুন্নাহ (হাদীস) ও Common sense এর তথ্যের আলোকে মানুষ সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য ও পাথেয় বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ।

দৃষ্টিকোণ-১

❑ একটি জিনিসের সাথে জড়িত থাকা বিষয় সমূহের উদ্দেশ্য ও পাথেয় হওয়ার সাধারণ নীতিমালার দৃষ্টিকোণ

একটি জিনিসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যতো বিষয় জড়িত থাকে তার একটি বা একগ্রুপ হয় উদ্দেশ্য। আর বাকি সব হয় তার পাথেয় তথা উদ্দেশ্যটি সাধনের জন্যে সহায়ক বিষয়। নিম্নের উদাহরণ দু'টি দেখলে বিষয়টা বুঝা সহজ হবে-

উদাহরণ-১

কলমের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে লেখা, কালি, কাগজ, কলমের নিব ও শরীর, কলম ও কালি তৈরির কারখানা ইত্যাদি। এর মধ্যে লেখাটা হচ্ছে কলম তৈরির উদ্দেশ্য। আর বাকি সবগুলো পাথেয়।

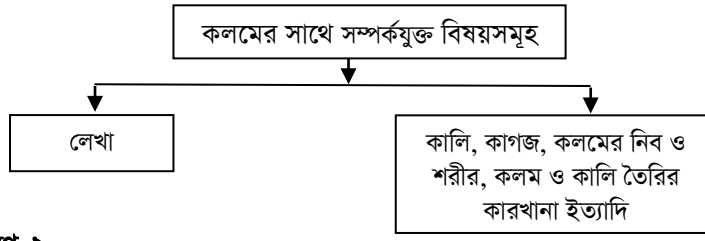

উদাহরণ-২

চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়সমূহ হলো- চিকিৎসা করা, চিকিৎসক, নার্স, জনশক্তির শারিরীক সুস্থ্যতা, মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল, ঔষধ, মেডিকেল যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। এর মধ্যে চিকিৎসা করা হলো চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। আর বাকি সব পাথেয়।

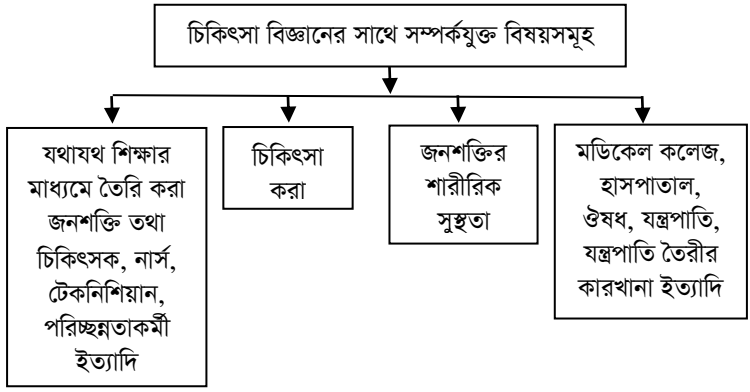

মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলো ৪টি গ্রুপে বিভক্ত। যথা-

উপাসনামূলক কাজ	ন্যায় কাজ ও অন্যায় কাজ	শরীর স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ	পরিবেশ পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ
কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা, ঈমান আনা, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া, সিয়াম পালন করা, হাজ্জ করা ইত্যাদি	সত্য বলা, মিথ্যা না বলা, পরোপকার করা, নিজে পেট ভরে খেলে অপরে যেন খাওয়াবিহীন না থাকে, নিজে অট্টালিকায় থাকলে অপরে যেন ফুটপাতে না থাকে, নিজে উচ্চশিক্ষিত হলে অপরে যেন অশিক্ষিত না থাকে, নিজে ভালো কাপড় পরলে অপরে যেন কাপড় বিহীন না থাকে এ সকল বিষয়ে ভূমিকা রাখা, কারো ক্ষতি না করা ইত্যাদি	খাওয়া, পান করা, ব্যায়াম, চিকিৎসা ইত্যাদি	সাধারণ শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি

তাহলে Common sense-এর এ দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী, এই ৪ গ্রুপের এক গ্রুপ হবে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আর বাকি সবগুলো হবে মানুষ সৃষ্টির পাথেয়।

দৃষ্টিকোণ-২

❑ শিক্ষা দিতে বা গঠন করতে চাওয়া বিষয়ের পাথেয় হওয়ার দৃষ্টিকোণ

যে বিষয় দ্বারা কোনো কিছু গঠন করতে চাওয়া হয় সেটি সব সময় পাথেয় বিভাগের বিষয় হয়। কেননা, ঐ গঠন করা হচ্ছে কোনো উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে। এ গঠনের লক্ষ্যবস্তু, মন-মানসিকতা, শরীর-স্বাস্থ্য, পরিবেশ-পরিস্থিতি ইত্যাদির যে কোনোটি হতে পারে। আর এ গঠনের উপায়, পদ্ধতি বা মাধ্যম হতে পারে তাত্ত্বিক শিক্ষা, ব্যবহারিক শিক্ষা, খাদ্য, চিকিৎসা, ব্যায়াম ইত্যাদির যেকোনোটি । নিম্নের উদাহরণ দু'টি দেখলে বিষয়টি বুঝা সহজ হবে-

উদাহরণ-১

চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্যে মেডিকেল কলেজ ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই অপরিহার্য। কিন্তু এ দু'টি বিষয় প্রয়োজন মেডিকেলের ছাত্রদের শিক্ষা দেয়ার জন্যে। তাই মেডিকেল কলেজ ও মেডিকেলের বই হলো চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাথেয়।

উদাহরণ-২

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো দেশকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। এ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে সৈন্যদের ট্রেনিং (Training) দিয়ে গঠন করা হয়। তাই, এ ট্রেনিং হচ্ছে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পাথেয়।

শরীর-স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ শরীর-স্বাস্থ্য গঠন করে। আর পরিবেশ-পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ পরিবেশ-পরিস্থিতি গঠন করে। তাই, Common sense-এর এ দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী-এ দু'বিভাগের কাজগুলো মানব জীবনের পাথেয় বিভাগের বিষয় হবে।

উপাসনামূলক কাজ	ন্যায় কাজ ও অন্যায় কাজ	শরীর স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ	পরিবেশ পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ
কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা, ঈমান আনা, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া, সিয়াম পালন করা, হাজ্জ করা ইত্যাদি	সত্য বলা, মিথ্যা না বলা, পরোপকার করা, নিজে পেট ভরে খেলে অপরে যেন খাওয়াবিহীন না থাকে, নিজে অট্টালিকায় থাকলে অপরে যেন ফুটপাতে না থাকে, নিজে উচ্চশিক্ষিত হলে অপরে যেন অশিক্ষিত না থাকে, নিজে ভালো কাপড় পরলে অপরে যেন কাপড় বিহীন না থাকে এ সকল বিষয়ে ভূমিকা রাখা, কারো ক্ষতি না করা ইত্যাদি	খাওয়া, পান করা, ব্যায়াম, চিকিৎসা ইত্যাদি	সাধারণ শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি

আর কুরআন বা সুন্নাহ থেকে যদি জানা যায়- উপাসনা বিভাগের কাজগুলোর মাধ্যমে শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ মানুষের মন-মানসিকতা, বুদ্ধিবৃত্তি ইত্যদিকে গঠন করতে চেয়েছেন তাহলে এ বিভাগের কাজগুলোও মানব জীবনের পাথেয় বিভাগের কাজ হবে।

দৃষ্টিকোণ-৩

❑ **জন্মগতভাবে জানতে পারা বিষয় উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয় হওয়ার দৃষ্টিকোণ**

সকল সৃষ্টি (তৈরী/প্রস্তুত) কারক, একটি জিনিস সৃষ্টি করার সময় তার গঠন এমন করেন যেন তা জিনিসটির উদ্দেশ্য সাধনে সরাসরিভাবে সহায়ক হয়। নিষ্প্রাণ ও বুদ্ধিহীন জিনিসের (কলম, ছুরি ইত্যাদি) ব্যাপারে সে গঠন হয় শুধু শারীরিক। আর নিষ্প্রাণ বুদ্ধিমান (বুদ্ধিমান রোবট) ও স্বপ্রাণ বুদ্ধিমান (মৌমাছি) জিনিসের ব্যাপারে সে গঠন হয় শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক।

শারীরিক গঠন সৃষ্টিগত (জন্মগত) ভাবে উদ্দেশ্য সাধনে সরাসরিভাবে সহায়ক না হলে তা দ্বারা জিনিসটির উদ্দেশ্য সাধন করা দুষ্কর বা অসম্ভব হয়। যেমন- একটা কলমের শরীর যদি কাটা কাটা হয় তবে তা দ্বারা লেখা কঠিন বা অসম্ভব হয়।

বুদ্ধিবৃত্তিক গঠন সৃষ্টিগত (জন্মগত) ভাবে উদ্দেশ্য সাধনে সরাসরিভাবে সহায়ক হওয়ার মূল অর্থ হলো- কোন বিষয়টি বা কোন বিষয়গুলো সৃষ্টিটির উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয় তা সৃষ্টিগত (জন্মগত) ভাবে বোঝার ক্ষমতা সৃষ্টিটির থাকা। এটার কারণ হলো-

১. যে সৃষ্টির পড়াশুনা বা শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা নেই সে বুঝতে পারবে না তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী। তাই সে সৃষ্টি তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন করতে ব্যর্থ হবে

২. মানুষের বেলায়- যার বা যাদের শিক্ষার সুযোগ হয়নি বা যেখানে শিক্ষার সুযোগ নেই, সেখানকার মানুষ বুঝতে পারবে না তার বা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি। তাই তারা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন করতে ব্যর্থ হবে। আর অন্য মানুষের (নবী-রাসূল বাদে) নিকট থেকে শিখতে হলে তারা সৃষ্টির উদ্দেশ্যটা সঠিকভাবে শিখাচ্ছেন কিনা, সে ব্যাপারে সন্দেহ সবসময়ই থাকবে। এ জন্যই প্রথম মানুষটিকে আল্লাহ নবী বানিয়েছেন।

এ বিষয়ে দু'টি উদাহরণ-

উদাহরণ-১ : বুদ্ধিমান রবোট

বর্তমানে মানুষ বুদ্ধিমান রোবট তৈরী করেছে। এ রোবটের বৈশিষ্ট্য হলো-

১. শারীরিক গঠন এমনভাবে করা হয়েছে যেন রোবটটিকে যে কাজ করার জন্য তৈরী করা হয়েছে সে কাজ করার ক্ষেত্রে তার শারীরিক গঠন কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে তথা শারীরিক গঠন সরাসরিভাবে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যমূলক কাজ করার সহায়ক হয়

২. রোবটটিকে দিয়ে যে কাজ করাতে হবে তার একটি প্রোগ্রাম রোবটের মেমোরীতে মাইক্রো চিপস আকারে দিয়ে দেয়া হয়। অর্থাৎ রোবটটিকে তা সৃষ্টিগতভাবে জানিয়ে দেয়া হয়

৩. বুদ্ধিমান রোবট তার মাইক্রো চিপসে থাকা প্রোগ্রামের বাইরের কোনো কাজ বুঝতে বা করতে পারে না।

উদাহরণ-২ : মৌমাছি

মৌমাছি সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের জন্য মধু সংগ্রহ ও জমা করে রাখা। তাই, মহান আল্লাহ মৌমাছির-

১. শারীরিক গঠন এমন করেছেন যে তা মধু সংগ্রহ ও জমা করে রাখার জন্য সরাসরিভাবে সহায়ক

২. বুদ্ধিবৃত্তিক গঠন এমন করেছেন যে মধু কীভাবে সংগ্রহ ও জমা করে রাখতে হয় মৌমাছি তা জন্মগতভাবে খুব ভালো জানে

৩. মৌমাছি মধু সংগ্রহ ও জমা করে রাখার কাজটি ভিন্ন অন্য কোনো কাজ বোঝে না এবং পালনও করতে পারে না।

অতএব যদি দেখা যায়, একটি সৃষ্টি কিছু বিষয় সৃষ্টিগতভাবে (জন্মগতভাবে/বিনা শিক্ষায়) বুঝতে পারে, আর কিছু বিষয় সৃষ্টিগতভাবে বুঝতে পারে না তবে-

১. যে বিষয়গুলো সে জন্মগতভাবে বুঝতে পারে, সেগুলো হবে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয়

২. আর যে বিষয়গুলো সে জন্মগতভাবে বুঝতে পারে না, সেগুলো হবে তার সৃষ্টির পাথেয় বিভাগের বিষয়

পর্যালোচনা করলে দেখা যায়- জীবনের ৪ বিভাগের কাজের মধ্যে মানুষ শুধু ন্যায়-অন্যায় বিভাগের বিষয়গুলো জন্মগতভাবে বুঝতে পারে। তাই, Common sense-এর এ দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী-

- ন্যায়-অন্যায় বিভাগের বিষয়গুলো হবে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয়
- অন্য তিন বিভাগের বিষয়গুলো হবে মানুষ সৃষ্টির পাথেয় বিভাগের বিষয়

উপাসনামূলক কাজ	**ন্যায় কাজ ও অন্যায় কাজ**	**শরীর স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ**	**পরিবেশ পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ**
কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা, ঈমান আনা, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া, সিয়াম পালন করা, হাজ্জ করা ইত্যাদি	সত্য বলা, মিথ্যা না বলা, পরোপকার করা, নিজে পেট ভরে খেলে অপরে যেন খাওয়াবিহীন না থাকে, নিজে অট্টালিকায় থাকলে অপরে যেন ফুটপাতে না থাকে, নিজে উচ্চশিক্ষিত হলে অপরে যেন অশিক্ষিত না থাকে, নিজে ভালো কাপড় পরলে অপরে যেন কাপড় বিহীন না থাকে এ সকল বিষয়ে ভূমিকা রাখা, কারো ক্ষতি না করা ইত্যাদি	খাওয়া, পান করা, ব্যায়াম, চিকিৎসা ইত্যাদি	সাধারণ শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি

দৃষ্টিকোণ-৪

❑ উদ্দেশ্য ও পাথেয় বিভাগের মৌলিক সকল বিষয় পালন বাধ্যতামূলক হওয়ার দৃষ্টিকোণ

যে কোনো কর্মকাণ্ড পালন করে সফল হতে হলে তার সাথে জড়িত উদ্দেশ্য ও পাথেয় বিভাগের মৌলিক বিষয়ের সবক'টি পালন করতে হয়। উদ্দেশ্য বিভাগের মৌলিক একটি বিষয় বাদ গেলে কর্মকাণ্ডটি সরাসরি ব্যর্থ হয়। আর পাথেয় বিভাগের মৌলিক একটি বাদ গেলে কর্মকাণ্ডটির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় একটি মৌলিক বিষয়ে ঘাটতি থাকে। তাই, কর্মকাণ্ডটির উদ্দেশ্যটি সাধন করা সম্ভব হয় না।

উদাহরণ স্বরূপ চিকিৎসা বিজ্ঞানকে ধরা যেতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হলো মানুষের রোগ চিকিৎসা করা। আর চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে তিন ধরনের পাথেয় জড়িত আছে।

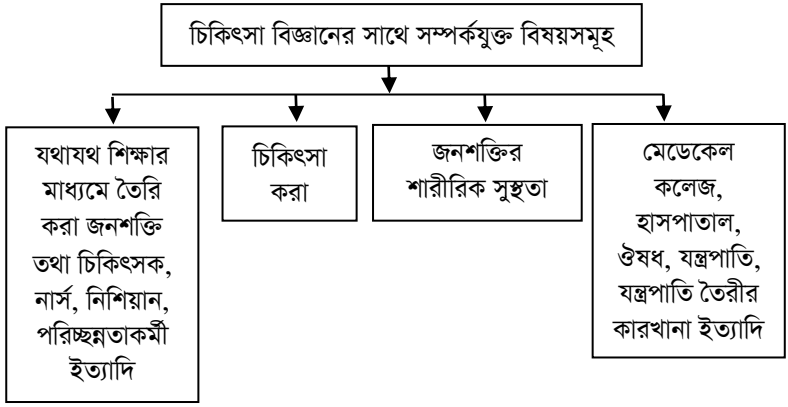

চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কখনও সাধিত হবে না যদি চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাথেয় বিভাগের কোনো একটির মৌলিক একটি দিকও অপূর্ণ থাকে। যেমন- শুধু চিকিৎসক থাকলে চলবে না, নার্স বা পরিচ্ছনতা কর্মীও থাকতে হবে। শুধু হাসপাতাল থাকলে চলবে না ঔষধ বা যন্ত্রপাতিও থাকতে হবে।

তাই, Common sense-এর এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়- আল্লাহ তা'য়ালা যে উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যথাযথ পাথেয়ও প্রনয়ণ করেছেন। মানুষকে তার জীবন পরিচালনা করে সফল হতে হলে উদ্দেশ্য ও পাথেয় বিভাগের মৌলিক বিষয়ের সবগুলো পালন করতে হবে।

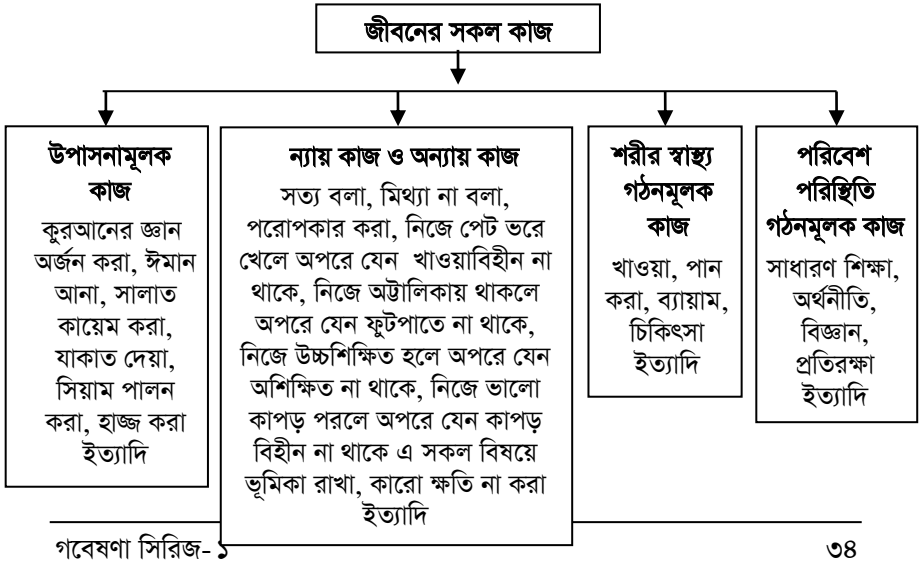

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়

২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী কোনো বিষয়ে Common sense এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই, এ পর্যায়ে এসে বলা যায় যে, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো-

১. ন্যায়-অন্যায় বিভাগের কাজগুলো তথা ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধ হবে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

২. জীবনের অন্য তিন বিভাগের বিষয় হলো মানুষ সৃষ্টির পাথেয়। অর্থাৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়

৩. উদ্দেশ্য ও পাথেয় বিভাগের মৌলিক বিষয়ের সবগুলো পালন করতে হবে।

নীতিমালা অনুযায়ী এখন আমাদের কুরআনের তথ্যের আলোকে যাচাই করে এ রায়কে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার চেষ্টা করতে হবে।

'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয়' বিষয়ে কুরআনে উপস্থিত থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত

একটি বিষয় সম্পর্কে কুরআনে (ও সুন্নাহে) উপস্থিত থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ একটি পূর্বশর্ত মহান আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে মানব সভ্যতাকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা এবং তার বাস্তব প্রয়োগ না থাকার কারণে ইসলামের অনেক মূল বিষয়ে বর্তমান মুসলিম জাতির জ্ঞান কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত জ্ঞান থেকে বহু দূরে। তাই বিষয়টি মুসলিম উম্মাহর জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে কুরআনের সরাসরি বক্তব্য হলো-

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

অনুবাদ: প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা Common sense) যা অবস্থিত (সম্মুখ ব্রেইনের) অগ্রভাগে।

(হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা: এখানে বলা হয়েছে- মানুষের মনে থাকা Common sense-এ একটি বিষয় সম্পর্কে পূর্বে ধারণা না থাকলে বিষয়টি চোখে দেখে বা কানে শুনে মানুষ সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। এ কথাটিই ইংরেজীতে বলা হয় এভাবে- What mind does not know eye will not see.

এ বিষয়ে সহজ একটি উদাহরণ হলো চিকিৎসা বিজ্ঞানের রোগ নির্ণয়ের বিষয়টি। রোগের লক্ষণ (Symptoms & Sign) আগে থেকে মাথায় না থাকলে রুগী দেখে রোগ নির্ণয় (Diagnosis) করা কোনো চিকিৎসকের পক্ষে সম্ভব হয় না। অতীব গুরুত্বপূর্ণ এ তথ্যটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্রকে ভালোভাবে শিখিয়ে দেয়া হয়। আর সকল চিকিৎসক তাদের প্রতিদিনের জীবনে তথ্যটির সত্যতার প্রমাণ বাস্তবে দেখে।

তাই, এ আয়াতের আলোকে বলা যায়- একটি বিষয় সম্পর্কে সম্মুখ ব্রেইনের অগ্রভাগে থাকা জ্ঞানের শক্তি Common sense-এ আগে থেকে ধারণা না থাকলে ঐ বিষয় ধারণকারী কুরআনের আয়াত (ও সুন্নাহ) মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। আর তাই, এ আয়াত অনুযায়ী- একটি বিষয় ও তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে Common sense-এ আগে থেকে ধারণা থাকা ঐ বিষয় ধারণকারী কুরআনের আয়াত (ও সুন্নাহ) খুজে পাওয়ার পূর্বশর্ত।

প্রশ্ন আসতে পারে কুরআনে উল্লেখ থাকা সকল বিষয় সম্পর্কে ধারণা বা জ্ঞান মানুষের Common sense-এ আছে কী? না তা নেই। তবে প্রকৃত বিষয় হলো- Common sense নামক জ্ঞানের শক্তিটিতে আল্লাহ জন্মগতভাবে ইলহামের মাধ্যমে কিছু বুনিয়াদি (Basic) জ্ঞান দিয়ে দিয়েছেন। এ বুনিয়াদি জ্ঞানগুলো হলো সাধারণ নৈতিকতার বিষয়গুলো। যেমন- সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা খারাপ, পরোপকার করা ভালো, কারো ক্ষতি করা খারাপ, ঘুষ খাওয়া খারাপ ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়। এ তথ্যটা আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا . فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا .

অনুবাদ: আর শপথ মানুষের মনের (অন্তর/Mind) এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অত:পর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি Common sense)।

(আশ্-শামস/৯১ : ৭, ৮)

অন্যদিকে Common sense-কে উৎকর্ষিত করা যায়। আর কিভাবে সেটি করা যায় তা আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ

অনুবাদ: তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মনের (মনে থাকা Common sense-এর) অধিকারী হতে পারতো যার মাধ্যমে (কুরআন ও

সুন্নাহ দেখে পড়লে সঠিকভাবে) বুঝতে পারতো এবং এমন কানের অধিকারী হতে পারতো যা (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শোনার পর সঠিকভাবে বোঝার মতো) শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হতো।

(হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানিতে বলা হয়েছে মানুষ দেশ ভ্রমণ করলে কুরআন ও সুন্নাহ সঠিকভাবে বোঝার মতো Common sense এবং শ্রুতিশক্তির অধিকারী হতে পারে। এর কারণ হলো- পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা বাস্তব (সত্য) বিষয় বা উদাহরণ দেখে জ্ঞান অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে মানুষের মনে থাকা Common sense উৎকর্ষিত হয়। ঐ উৎকর্ষিত Common sense-এর মাধ্যমে মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়ে বা শুনে তার প্রকৃত শিক্ষা সহজে বুঝতে পারে। বর্তমানে জ্ঞান অর্জনের উপায় হিসেবে দেশ ভ্রমণ করার সাথে যোগ হয়েছে-

- বিভিন্ন (বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি) বই পড়া
- Geographic channel দেখা
- Discovery channel দেখা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ....

অনুবাদ: হে যারা ঈমান এনেছো! যদি তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও তবে তিনি তোমাদের ভুল ও সঠিক পার্থক্যকারী শক্তি (উৎকর্ষিত করে) দিবেন .....

(আনফাল/৮ : ২৯)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ-সচেতন হওয়ার উপায়সমূহ হলো-

১. কুরআন, সুন্নাহ অধ্যায়ন করা
২. দেশ ভ্রমণ করা, বিজ্ঞান, ভূগোল ও ইতিহাসের বই পড়া, Geographic ও Discovery channel দেখা ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা

তাই, এ আয়াত থেকে জানা যায়- উপরে উল্লিখিত উপায়ে জ্ঞান অর্জন করে আল্লাহ-সচেতন হতে পারলে মানুষের Common sense উৎকর্ষিত হয়।

এ সকল আয়াত থেকে জানা যায়- উপরে উল্লিখিত উপায়সমূহের মাধ্যমে Common sense-কে যে যতো উৎকর্ষিত করতে পারবে সে ততো কুরআন (ও সুন্নাহ) ভালো বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবে।

'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয়' বিষয়ে Common sense-এর তথ্য এখন আমাদের মাথায় আছে। তাই, চলুন এখন খোঁজা যাক- বিষয়গুলো সমর্থন বা বিরোধীতাকারী তথ্য কুরআনে (ও সুন্নাহে) আছে কিনা। এর মাধ্যমে নির্ভুল জ্ঞান

অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী বিষয়টি সম্পর্কে আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাব, ইনশাআল্লাহ।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে আল কুরআন

কুরআন পর্যালোচনা করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার মূলনীতি

কুরআন পর্যালোচনা করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার নীতিমালা কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সে নীতিমালা বর্তমান কালের মুসলিমরা হারিয়ে ফেলেছে। তাই, ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয়ে তাদের জ্ঞান কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বহু দূরে। কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর আলোকে সে মূলনীতিসমূহ হলো-

১. কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো বক্তব্য নেই
২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো
৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন
৪. কুরআন বিরোধী হাদীসকে কুরআনের ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ না করা
৫. অতীন্দ্রীয় বিষয় ভিন্ন সত্য উদাহরণকে অল্লাহর নিকট থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেয়া
৬. একাধিক অর্থবোধক শব্দ বা আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সময় Common sense-এর রায় বা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা
৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসূখ) হওয়া কোনো আয়াত নেই তথা কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে বিষয়টি মনে রাখা
৮. আরবী ভাষা ও গ্রামারের জ্ঞান।

অন্যদিকে কুরআনের সঠিক জ্ঞান অর্জন বা ব্যাখ্যা করার সাথে এ আটটি মূলনীতির মধ্যে সম্পর্কের বিভিন্ন অবস্থান হলো-

অবস্থান-১

আরবী ভাষা ও গ্রামারের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআন সরাসরি অধ্যয়ন করে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২

আরবী ভাষা ও গ্রামারের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের যথাযথ জ্ঞান অর্জন বা অর্থ ও ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হবেন যদি তিনি অন্য ৭টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩

আরবী ভাষা ও গ্রামারের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন যদি তিনি অন্য ৭টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪

আরবী ভাষা ও গ্রামারের কিছু জ্ঞান থাকা ব্যক্তি অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অনুবাদ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি অন্য ৭টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে, বুঝাতে, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার আরবী ভাষা ও গ্রামারেরও ভালো জ্ঞান আছে এবং অন্য ৭টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে।

কুরআন পর্যালোচনা করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার মূলনীতি সম্পর্কিত এ তথ্যগুলো সামনে রেখে চলুন এখন পর্যালোচনা করা যাক মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে কি তথ্য আল কুরআনে উপস্থিত আছে-

তথ্য-১

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ .

অনুবাদ: আর যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন- নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে এক খলিফা (প্রতিনিধি) পাঠাতে যাচ্ছি; তারা বললো- আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে পাঠাতে যাচ্ছেন যারা সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরাই আপনার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং আপনার মহিমা ঘোষণা করছি (উপসনা করছি)। তিনি বললেন- নিশ্চয় আমি তা জানি যা তোমরা জানোনা।

(বাকারা/২ : ৩০)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানি থেকে জানা যায়- মহান আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করে তাকে প্রতিনিধি হিসেবে দুনিয়ায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেরেশতাদের ডেকে তাঁর সিদ্ধান্ত জানান। ফেরেশতারা তখন জানতে চান- তিনি কি দুনিয়ায় এমন জীব পাঠাতে যাচ্ছেন যারা সেখানে বিশৃঙ্খলা, রক্তারক্তি, হানাহানি ইত্যাদি অন্যায়

কাজ করবে? আর যদি উপাসনামূলক কাজগুলো করার উদ্দেশ্যে তাদের সৃষ্টি করে থাকেন, তবে ঐ উপাসনামূলক কাজগুলো করার জন্যে তারাই কি যথেষ্ট নয়? তখন আল্লাহ বলেন- 'নিশ্চয় আমি যা জানি তোমরা তা জান না'। এ কথার মাধ্যমে আল্লাহ ফেরেশতাদের জানিয়ে দিয়েছেন- 'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তোমরা যে দু'টো কথা বললে, তার কোনোটাই আমার মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নয়'। তাই, এ আয়াতের মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আল্লাহ্ দুটো বিষয়কে নাকচ করে দিয়েছেন। বিষয় দু'টো হলো-

১. বিশৃঙ্খলা, রক্তারক্তি, হানাহানি ইত্যাদি তথা ন্যায়-অন্যায় বিভাগের অন্যায় কাজগুলো

২. উপাসনামূলক কাজ (তাসবিহ-তাহলিল, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি)

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি সেটি আয়াত থেকে সরাসরিভাবে জানা না গেলেও আয়াতখানির আলোকে বলা যায়-

১. মানব জীবনের চার বিভাগের কাজের মধ্যে উপাসনামূলক বিভাগের বিষয়গুলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নয়

২. 'ন্যায় ও অন্যায়' বিভাগের 'অন্যায়' কাজগুলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নয়। তাহলে ধরে নেয়া যায়- এ বিভাগের 'ন্যায়' কাজগুলো তথা 'ন্যায়ের বাস্তবায়ন' মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হতে পারে।

উপাসনামূলক কাজ	**ন্যায় কাজ ও অন্যায় কাজ**	**শরীর স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ**	**পরিবেশ পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ**
কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা, ঈমান আনা, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া, সিয়াম পালন করা, হাজ্জ করা ইত্যাদি	সত্য বলা, মিথ্যা না বলা, পরোপকার করা, নিজে পেট ভরে খেলে অপরে যেন খাওয়াবিহীন না থাকে, নিজে অট্টালিকায় থাকলে অপরে যেন ফুটপাতে না থাকে, নিজে উচ্চশিক্ষিত হলে অপরে যেন অশিক্ষিত না থাকে, নিজে ভালো কাপড় পরলে অপরে যেন কাপড় বিহীন না থাকে এ সকল বিষয়ে ভূমিকা রাখা, কারো ক্ষতি না করা ইত্যাদি	খাওয়া, পান করা, ব্যায়াম, চিকিৎসা ইত্যাদি	সাধারণ শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি

তথ্য-২

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا . فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا .

অনুবাদ: আর শপথ মানুষের মনের (অন্তর/Mind) এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মনকে) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অত:পর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় ও ন্যায় (বোঝার শক্তি)। অবশ্যই সে সফল হলো যে তাকে (ঐ শক্তিকে) উৎকর্ষিত করলো। আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হলো যে তাকে (ঐ শক্তিকে) অবদমিত করলো।

(আশ্-শামস/৯১ : ৭-১০)

ব্যাখ্যা: ৭নং আয়াতখানিতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, তিনি মানুষের মনকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। এ কথার মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে- মানুষকে যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করার জন্য যে গঠন বা গুণ দরকার, সৃষ্টিগতভাবে (জন্মগতভাবে) সে গঠন দিয়ে মানুষের মনকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর সে গঠন বা গুণ কি তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে পরের তথা ৮নং আয়াতে।

৮ নং আয়াতটিতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন- তিনি মানুষের মনে 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় ও ন্যায়। 'ইলহাম' হলো অতিপ্রাকৃতিক এক পদ্ধতি। মানুষকে সৃষ্টিগতভাবে দু'টি শক্তি দেয়া হয়েছে 'জীবনী শক্তি' এবং 'জ্ঞানের শক্তি' । 'জীবনী শক্তি' দেয়ার আল্লাহর পদ্ধতি হলো 'ফুঁক'। এটি জানানো হয়েছে সূরা হিজরের ২৯ নং আয়াতে। আর 'জ্ঞানের শক্তি' দেয়ার আল্লাহর পদ্ধতি হলো 'ইলহাম'। এটি আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে জানানো হয়েছে। তাই, এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন- সৃষ্টিগতভাবে 'ইলহাম' নামক এক অতিপ্রাকৃতিক পদ্ধতির মাধ্যমে তিনি মানুষের মনকে, কোনটি অন্যায় কাজ ও কোনটি ন্যায় কাজ তা বোঝার শক্তি দিয়েছেন। আর তাই-

- আল কুরআনে ন্যায় কথা বা কাজকে মা'রুফ (مَعْرُوْفٌ) নাম দেয়া হয়েছে। মা'রুফ (مَعْرُوْفٌ) শব্দটি এসেছে আরাফা (عَرَفَ) শব্দ থেকে। যার অর্থ হলো 'জানা'। অর্থাৎ মারুফ কথা বা কাজ হচ্ছে সেই কথা বা কাজ যা মানুষ জন্মগতভাবে তথা বিনা শিক্ষায় জানতে বা বুঝতে পারে
- জ্ঞানের এ শক্তিটি পরিপক্ক না হওয়া পর্যন্ত (বালিগ না হওয়া পর্যন্ত) ইসলামে নিষিদ্ধ কাজ করলে অপরাধ ধরা হয় না। উল্লেখ্য চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুযায়ী মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন- কিডনি, লিভার, ফুসফুস, ব্রেইন ইত্যাদি পরিপক্ক হওয়ার একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। সে সময় প্রত্যেক অঙ্গের জন্য ভিন্ন।

বাস্তবেও দেখা যায়- মানুষের জীবনের বিভিন্ন কাজের মধ্যে শুধু ন্যায় ও অন্যায় বিভাগের কাজগুলো মানুষ বিনা শিক্ষায় তথা জন্মগতভাবে বুঝতে পারে। কিন্তু

অন্য তিন বিভাগের বিষয়গুলো জানার জন্যে কুরআন-হাদীস বা অন্যান্য গ্রন্থ অবশ্যই পড়তে হয় বা কারো নিকট থেকে তা জেনে নিতে হয়। যেমন-

১. সালাত, যাকাত, সিয়াম ও হাজ্জ ইত্যাদি যে মানুষের করণীয় কাজ তা কুরআন-হাদীস না পড়লে বা কারো নিকট থেকে না শুনলে কেউই বুঝতে পারবে না

২. কোনো রোগের কী লক্ষণ বা ঔষধ তা চিকিৎসা বিদ্যা না পড়লে বা কারো নিকট থেকে না শুনলে কেউ বুঝতে পারবে না।

জন্মগতভাবে মানব মনের পাওয়া এ শক্তিটিই হলো- বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

৯ ও ১০নং আয়াতদু'খানি থেকে জানা যায়- এ শক্তিটি উৎকর্ষিত ও অবদমিত হতে পারে। এখান থেকে বোঝা যায়- এ শক্তিটিকে জন্মগতভাবে একটি বুনিয়াদি জ্ঞান (Memory) ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Processing power) দেয়া আছে। আর ঐ বুনিয়াদি জ্ঞান ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা বাড়া ও কমা উভয়টি সম্ভব।

বর্তমান যুগের মানুষের তৈরীকৃত জ্ঞানের শক্তি, (ডাইনামিক) কম্পিউটারের উদাহরণের মাধ্যমে এ বিষয়টি বোঝা খুবই সহজ। (ডাইনামিক) কম্পিউটার তৈরি করার সময় নির্দিষ্ট পরিমাণ জ্ঞান (Memory) ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Processing power) দিয়ে তৈরি করা হয়। এরপর এটির জ্ঞান (Memory) বাড়াতে পারলে বিশ্লেষণ ক্ষমতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেড়ে যায়।

তাই, সহজে বোঝা যায় ৯ ও ১০নং আয়াত দু'খানির তথ্য হলো- মানব মনে জন্মগতভাবে একটি বুনিয়াদি জ্ঞান (Memory) ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Processing power) দেয়া আছে। ঐ বুনিয়াদি জ্ঞান ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা বাড়ে বা কমে তথা বাড়ানো বা কমানো যায়। কিভাবে এ বিষয়টি ঘটে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে- **'Common sense-এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন'** নামক বইটিতে।

ইতোমধ্যে (Common sense-এর ৩ নং দৃষ্টিকোণ) আমরা জেনেছি- কুরআন থেকে যদি জানা যায়, জীবনের বিভিন্ন কাজের মধ্যে শুধু কিছু কাজকে আল্লাহ জন্মগতভাবে মানুষকে বুঝার ক্ষমতা দিয়েছেন, তবে বুঝতে হবে সে কাজগুলোই হবে আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। তাই এ আয়াতের আলোকে বলা যায়- ন্যায় ও অন্যায় বিভাগের কাজগুলোই হলো আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যমূলক কাজ। Common sense এর ১ নং তথ্য থেকে আমরা জেনেছি- কোনো বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের একটি বা একটি গ্রুপ হয় ঐ বিষয়ের উদ্দেশ্য এবং

বাকি সব হয় পাথেয়। তাই এ আয়াতের আলোকে পরোক্ষভাবে বলা যায়- মানব জীবনের অন্য সকল বিভাগের কাজগুলো হলো ঐ উদ্দেশ্য সাধনের পাথেয় তথা সহায়ক কাজ।

উপাসনামূলক কাজ	ন্যায় কাজ ও অন্যায় কাজ	শরীর স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ	পরিবেশ পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ
কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা, ঈমান আনা, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া, সিয়াম পালন করা, হাজ্জ করা ইত্যাদি	সত্য বলা, মিথ্যা না বলা, পরোপকার করা, নিজে পেট ভরে খেলে অপরে যেন খাওয়াবিহীন না থাকে, নিজে অট্টালিকায় থাকলে অপরে যেন ফুটপাতে না থাকে, নিজে উচ্চশিক্ষিত হলে অপরে যেন অশিক্ষিত না থাকে, নিজে ভালো কাপড় পরলে অপরে যেন কাপড় বিহীন না থাকে এ সকল বিষয়ে ভূমিকা রাখা, কারো ক্ষতি না করা ইত্যাদি	খাওয়া, পান করা, ব্যায়াম, চিকিৎসা ইত্যাদি	সাধারণ শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি

তথ্য-৩

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ

অনুবাদ: তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত। মানব জাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন এবং অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করবে। (আর এ কাজের সময়) আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে।
(আলে-ইমরান/৩ : ১১০)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানি মুসলিমদের সামনে রেখে বলা হলেও তা সকল মানুষের জন্যে প্রযোজ্য। এখানে প্রথমে মহান আল্লাহ মুসলিমদের উদ্দেশ্য করে সকল মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন- মানুষই হলো আল্লাহর শ্রেষ্ঠ উম্মত তথা সৃষ্টি। মানুষের উদ্ভব ঘটানো তথা সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের কল্যাণ করার জন্যে। এরপর আল্লাহ সেই কল্যাণ করার উপায়টা বলে দিয়েছেন। সে উপায় হলো- ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করা।

সবশেষে বলা হয়েছে- ঐ কাজ করার সময় সর্বদা তাঁর প্রতি ঈমান রাখতে। আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখা কথাটির একটি অর্থ হলো- আল্লাহর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টিকে সামনে রাখা। তাই, আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখা কথাটির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে- ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করার সময় সর্বোক্ষণ আল্লাহর

সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টিকে সামনে রাখতে। এ কথাটি বলার কারণ হলো- ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ যদি ব্যক্তি, পরিবার, দল বা নিজ জাতির স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে হয়, তবে তা সমগ্র মানব জাতির জন্যে কল্যাণকর হবে না। বর্তমান বিশ্ব তার উদাহরণ। বর্তমান বিশ্বের শক্তিধর জাতিসমূহের ন্যায়নীতির মানদণ্ড তাদের দেশের মধ্যে একরকম এবং বাইরে অন্যরকম। তাই আল্লাহ বলছেন- ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধের সময় সর্বদা তাঁর সন্তুষ্টিকে সামনে রাখতে।

তাহলে এ আয়াত থেকে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায়- মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো- 'আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা'। Common sense এর ১ নং তথ্য থেকে আমরা জেনেছি- কোনো বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের একটি বা একটি গ্রুপ হয় ঐ বিষয়ের উদ্দেশ্য এবং বাকি সব হয় পাথেয়। তাই এ আয়াত থেকেও পরোক্ষভাবে বুঝা যায়, ন্যায়-অন্যায় বিভাগের কাজগুলো বাদে মানুষের জীবনের অন্য সকল কাজ হচ্ছে মানুষ সৃষ্টির পাথেয়। অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ।

উপাসনামূলক কাজ

কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা, ঈমান আনা, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া, সিয়াম পালন করা, হাজ্জ করা ইত্যাদি

ন্যায় কাজ ও অন্যায় কাজ

সত্য বলা, মিথ্যা না বলা, পরোপকার করা, নিজে পেট ভরে খেলে অপরে যেন খাওয়াবিহীন না থাকে, নিজে অট্টালিকায় থাকলে অপরে যেন ফুটপাতে না থাকে, নিজে উচ্চশিক্ষিত হলে অপরে যেন অশিক্ষিত না থাকে, নিজে ভালো কাপড় পরলে অপরে যেন কাপড় বিহীন না থাকে এ সকল বিষয়ে ভূমিকা রাখা, কারো ক্ষতি না করা ইত্যাদি

শরীর স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ

খাওয়া, পান করা, ব্যায়াম, চিকিৎসা ইত্যাদি

পরিবেশ পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ

সাধারণ শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি

তথ্য-৪.১

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.

অনুবাদ: আর নিশ্চয় আমরা এই কুরআনে মানুষের জন্য সব ধরনের (Common sense, বিজ্ঞান, সত্য ঘটনা, সত্য কাহিনী) উদাহরণ উপস্থাপন করেছি যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। আরবি ভাষার এই কুরআনে কোনো

বক্রতা নেই, যেন তারা (কুরআন থেকে শিক্ষা নিয়ে) আল্লাহ-সচেতন হতে পারে।

(যুমার/৩৯ : ২৭, ২৮)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতসহ অনেক আয়াত থেকে জানা যায়- আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনের মাধ্যমে জীবন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় মানুষকে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। Common sense অনুযায়ী যে বিষয় থেকে কোনো কিছু শিক্ষা দিতে চাওয়া হয় তা সবসময় পাথেয় বিভাগের বিষয় হয়। তাই, এ সকল আয়াত থেকে জানা যায়- কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা মানুষ সৃষ্টির পাথেয় বিভাগের বিষয়।

তথ্য-৪.২

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ

অনুবাদ: আর যারা ধন-সম্পদ লোক দেখানোর জন্যে ব্যয় করে, এরা না আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না পরকালের প্রতি।

(নিসা/৪ : ৩৮)

ব্যাখ্যা: ধন-সম্পদ লোক দেখানোর জন্যে ব্যয় করা মানব জীবনের ন্যায়-অন্যায় বিভাগের একটি অন্যায় কাজ। তাই এ আয়াতসহ অনেক আয়াত থেকে জানা যায়- খুশী মনে ন্যায়-অন্যায় বিভাগের একটি অন্যায় কাজ করলে ঈমান থাকে না। এর কারণ হলো- ঈমান আনতে বলার উদ্দেশ্য হলো মানুষের মন-মানসিকতাকে এমনভাবে গঠন করা যেন তা মানুষকে অন্যায় কাজ করা থেকে বিরত রাখে। Common sense অনুযায়ী যে বিষয় দ্বারা কোনো কিছু গঠন করতে চাওয়া হয় তা সবসময় পাথেয় বিভাগের বিষয় হয়। তাই, এ সকল আয়াত থেকে জানা যায়- ঈমান আনা মানুষ সৃষ্টির পাথেয় বিভাগের বিষয়।

তথ্য-৪.৩

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ

অনুবাদ: তিলাওয়াত করো কিতাবটি (কুরআন) থেকে যা তোমার প্রতি ওহী করা হয়েছে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করো; অবশ্যই সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।

(আনকাবুত/২৯ : ৪৫)

ব্যাখ্যা: আল কুরআনে 'সালাত প্রতিষ্ঠা করা' কথাটি এসেছে ২৯ (উনত্রিশ) বার। এর ভিতর আদেশ আকারে কথাটি এসেছে ১৮ (আঠারো) বার। এ কথাটি ধারণকারী কুরআনের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করলে সালাত প্রতিষ্ঠা করা কথাটির ব্যাখ্যা দাঁড়ায়- সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করা। তাই, সালাতের অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে আল্লাহ তা'য়ালা বিভিন্ন বিষয় মানুষকে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। Common sense অনুযায়ী যে বিষয় থেকে কোনো কিছু শিক্ষা দিতে চাওয়া হয় তা সবসময় পাথেয় বিভাগের বিষয় হয়। তাই, এ সকল আয়াত থেকে জানা যায়- সালাত মানুষ সৃষ্টির পাথেয় বিভাগের বিষয়।

তথ্য-৪.৪

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অনুবাদ: হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের উপর সিয়াম বিধিবদ্ধ (ফরজ) করা হয়েছে যেমন তা বিধিবদ্ধ করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে (তা থেকে শিক্ষা নিয়ে) তোমরা (বিশেষ ধরনের) আল্লাহ-সচেতন মানুষ হতে পারো।

(বাকারা/২ : ১৮২)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা সিয়াম ফরজ করার কারণটি বলে দিয়েছেন। সে কারণ হলো সিয়ামের অনুষ্ঠানের শিক্ষার মাধ্যমে এক বিশেষ ধরনের আল্লাহ সচেতন (মুত্তাকী) মানুষ গঠন করা। সে বিশেষ ধরনের আল্লাহ সচেতন মানুষ হলো তারা যারা- পেটের ক্ষুধা ও জৈবিক চাহিদা উপেক্ষা করে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাকবে। তাই, এ আয়াতের আলোকে সহজে বলা যায়- সিয়াম মানুষ সৃষ্টির পাথেয় বিভাগের বিষয়।

তথ্য-৪.৫

لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ط

অনুবাদ: এদের (কুরবানীর পশুর) গোশতো এবং রক্ত আল্লাহর নিকট পৌঁছে না বরং পৌঁছে (এর মাধ্যমে অর্জিত) তোমাদের (বিশেষ ধরনের) আল্লাহ-সচেতনতা; ঐ গুলোর রক্ত ও গোশত আল্লাহর নিকট পৌঁছায় না কিন্তু পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া।

(হজ্জ/২২ : ৩৭)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন- কুরবানীর পশুর গোশত ও রক্ত তাঁর নিকট পৌঁছায় না। তাঁর নিকট পৌঁছায় কুরবানীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে বিশেষ ধরনের আল্লাহ সচেতনতার শিক্ষা তিনি দিয়েছেন সেটি। সে শিক্ষাটি হলো- প্রচণ্ড ত্যাগ স্বীকার এমনকি জীবন গেলেও আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা না করা। Common sense অনুযায়ী যে বিষয় থেকে কোনো কিছু শিক্ষা দিতে চাওয়া হয় তা সবসময় পাথেয় বিভাগের বিষয় হয়। তাই, এ আয়াতের আলোকে সহজে বলা যায়- কুরবানী মানুষ সৃষ্টির পাথেয় বিভাগের বিষয়।

সম্মিলিত শিক্ষা: এগুলোসহ আরো আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়- কুরআন তিলাওয়াত, ঈমান আনা, সালাত, সিয়াম, কুরবানী তথা উপাসনা বিভাগের বিষয়গুলো মানুষ সৃষ্টির পাথেয় বিভাগের বিষয়।

উপাসনামূলক কাজ	**ন্যায় কাজ ও অন্যায় কাজ**	**শরীর স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ**	**পরিবেশ পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ**
কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা, ঈমান আনা, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া, সিয়াম পালন করা, হাজ্জ করা ইত্যাদি	সত্য বলা, মিথ্যা না বলা, পরোপকার করা, নিজে পেট ভরে খেলে অপরে যেন খাওয়াবিহীন না থাকে, নিজে অট্টালিকায় থাকলে অপরে যেন ফুটপাতে না থাকে, নিজে উচ্চশিক্ষিত হলে অপরে যেন অশিক্ষিত না থাকে, নিজে ভালো কাপড় পরলে অপরে যেন কাপড় বিহীন না থাকে এ সকল বিষয়ে ভূমিকা রাখা, কারো ক্ষতি না করা ইত্যাদি	খাওয়া, পান করা, ব্যায়াম, চিকিৎসা ইত্যাদি	সাধারণ শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি

♣♣ এ পর্যন্ত উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে-

১. মানব জীবনের ন্যায়-অন্যায় বিভাগের কাজগুলো করা হলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

২. মানব জীবনের অন্য তিন বিভাগের (উপাসনা, শরীর-স্বাস্থ্য গঠন ও পরিবেশ-পরিস্থিতি গঠন) কাজগুলো মানুষ সৃষ্টির পাথেয় তথা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সহায়ক বিষয়।

তথ্য-৫

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ .

অনুবাদ: আর আমি জ্বীন ও মানুষকে শুধু আমার দাসত্ব করার জন্য সৃষ্টি করেছি। (যারিয়াত/৫১ : ৫৬)

ব্যাখ্যা: কুরআনের যে সকল আয়াতের অসতর্ক ব্যাখ্যা, জীবনের সকল দিকের এক সময়ের শ্রেষ্ঠ মুসলিম জাতিকে বর্তমানে একটা চরম অধ:পতিত জাতিতে পরিণত করেছে তার মধ্যে এটি অন্যতম প্রধান। আয়াতটির দু'টো অসতর্ক ব্যাখ্যা মুসলমান জাতির মধ্যে ব্যাপকভাবে চালু আছে এবং সে অনুযায়ী আমলও করা হচ্ছে।

একটি অসতর্ক ব্যাখ্যা

বেশিরভাগ মুসলিম মনে করেন বা মেনে নিয়েছেন- 'ইবাদত' শব্দটি দ্বারা বুঝায় সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী, তাসবিহ-তাহলীল ইত্যাদি উপাসনামূলক কাজ। তারা আরো মনে করেন 'ইবাদত করার' অর্থ হচ্ছে ঐ কাজগুলোর অনুষ্ঠানটি শুধু করা। তাই, বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম এ আয়াতের ভিত্তিতে সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী ইত্যাদি উপাসনামূলক কাজগুলোর অনুষ্ঠানটি পালন করাকে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ধরে নিয়েছেন। আর তাই দেখা যায়, কুরআন ও সুন্নাহ 'ন্যায় (معروف) এবং অন্যায় (منكر) বিভাগে যে কাজগুলোকে উল্লেখ করেছে সেগুলো পালন করা এবং উপাসনামূলক কাজগুলো থেকে আল্লাহ যে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন সে শিক্ষাগুলো জানা ও তার ওপর আমল করার দিকে তাদের খেয়াল খুবই কম।

আলোচ্য আয়াতটির এ অর্থ ও ব্যাখ্যা কোনো মতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ, আয়াতটির এ অর্থ ও ব্যাখ্যা পূর্বে আলোচনাকৃত আল কুরআনের সকল আয়াতের বক্তব্যের স্পষ্ট বিরুদ্ধ।

দ্বিতীয় অসতর্ক ব্যাখ্যা

আয়াতখানির দ্বিতীয় যে ব্যাখ্যা বর্তমান মুসলিম সমাজে চালু আছে তা হলো- 'আমি জ্বীন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধু আমার দাসত্ব করার জন্যে'। আয়াতটির এ অর্থে لِيَعْبُدُوْنَ শব্দের সঠিক অর্থটিই করা হয়েছে। কারণ, ঐ শব্দটি এসেছে আরবী عبد শব্দ থেকে। এ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'দাস'। কিন্তু আয়াতটির অনুবাদে দাসত্ব শব্দটির কিছু ব্যাখ্যা না দিয়ে সরাসরি এভাবে লিখলে বা বললে যে অসুবিধা হয় তা হলো- উপাসনা বিভাগের কাজগুলোও মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের মধ্যে এসে যায়। কারণ, উপাসনা বিভাগের কাজগুলোও (ঈমান, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী ইত্যাদি) আল্লাহর দাসত্বের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তথা আল্লাহর একজন দাসের করণীয় কাজ। তাই আয়াতটির অনুবাদ এটি করলে তা পূর্বে আলোচনাকৃত আল কুরআনের সব ক'টি তথ্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাংঘর্ষিক হয়ে যায়। সুতরাং আয়াতটির অনুবাদ এভাবে করা বা লেখাও সঠিক নয়।

আয়াতখানির সঠিক অনুবাদ বা ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ: মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আল কুরআনের অন্য সকল আয়াতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং لِيَعْبُدُوْنَ শব্দের সঠিক অর্থ ধরে আয়াতটির সঠিক অনুবাদ বা ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ হবে- 'আমি জ্বীন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা করার জন্য'। এ অনুবাদটি মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনাকারী অন্যান্য আয়াতের বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল হবে। কারণ, জীবন পরিচালনা নামক ব্যাপক কর্মকাণ্ডটি আল্লাহর দাসত্ব হিসেবে গণ্য হতে হলে নিম্নের শর্তগুলো পূরণ করতে হয়-

১. জীবন পরিচালনার সময় (জীবনের প্রতিটি কাজ করার সময়) আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সবসময় সামনে রাখতে হবে

২. জীবন পরিচালনার সময় মানুষ সৃষ্টির 'উদ্দেশ্য বিভাগ' তথা ন্যায়-অন্যায় বিভাগের কাজগুলোকে উদ্দেশ্যের স্থানে রেখে জীবনকে পরিচালনা করতে হবে

৩. জীবন পরিচালনার সময় মানুষ সৃষ্টির 'পাথেয় বিভাগ' তথা উপাসনা, শরীর-স্বাস্থ্য গঠন ও পরিবেশ-পরিস্থিতি গঠন বিভাগের কাজগুলোকে উদ্দেশ্য বিভাগের কাজগুলো পালনে সহায়তামূলক কাজের স্থানে রেখে জীবনকে পরিচালনা করতে হবে

৪. জীবনের প্রতিটি কাজ আল্লাহর জানানো এবং রাসূল (সা.)-এর দেখানো পদ্ধতিতে করতে হবে

৫. জীবনের আল্লাহ্ ঘোষিত আনুষ্ঠানিক উপাসনামূলক কাজগুলো (ঈমান আনা, সালাত, যাকাত, সিয়াম ও কুরবানী) নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নিতে হবে

৬. আনুষ্ঠানিক উপাসনাগুলো থেকে নেয়া শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে

৭. জীবন পরিচালনার সময় আল্লাহর জানানো মৌলিক কাজগুলোর একটিও বাদ দেয়া যাবে না

৮. জীবন পরিচালনার সময় গুরুত্ব অনুযায়ী কাজগুলো আগে বা পরে পালন করা।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'আমল কবুলের শর্তসমূহ'** (গবেষণা সিরিজ-৫) নামক বইটিতে।

সুধী পাঠক, চিন্তা করে দেখুন, একটিমাত্র শব্দের (لِيَعْبُدُوْنَ) অসতর্ক ব্যাখ্যা ও বুঝ কীভাবে একটি শ্রেষ্ঠ জাতিকে চরম অধ:পতিত জাতিতে পরিণত করেছে বা

কীভাবে তাদের জান্নাত থেকে জাহান্নামে দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এই অসতর্ক ব্যাখ্যাটির জন্যে অধিকাংশ মুসলিম আজ মনে করছে বা মেনে নিয়েছে, তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী, তাসবিহ-তাহলীল ইত্যাদি উপাসনামূলক কাজগুলো করার জন্যে। তাই তো দেখা যায়-

১. উপাসনামূলক আমলগুলো নিষ্ঠার সাথে পালন করছেন এমন মুসলিমদের অধিকাংশেরই ন্যায় অন্যায় বিভাগের কাজগুলো বাস্তবায়নের প্রতি তেমন বা মোটেই খেয়াল নেই

২. মুসলিম সমাজ বা দেশগুলোতে ন্যায় কাজের দারুণ অভাব কিন্তু অন্যায় কাজে ভরপুর।

তথ্য-৬

إِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً .....

(বাকারা/২ : ৩০)

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ .....

(আন-আম/৬ : ১৬৫)

তাফসীর গ্রন্থসমূহে প্রথম আয়াতটির অনুবাদ করা হয়েছে 'আমি পৃথিবীতে খলিফা পাঠাতে যাচ্ছি' এবং দ্বিতীয়টির অনুবাদ করা হয়েছে, 'তিনিই তোমাদের পৃথিবীতে খলিফা করে পাঠিয়েছেন'। আর এ অনুবাদ ব্যাখ্যা থেকে বলা হয়েছে, 'খলিফার দায়িত্ব পালন করার জন্যে আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করেছেন'।

আয়াত দু'টির তরজমা এভাবে করলে খলিফার করণীয় সকল কাজই তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যের মধ্যে এসে যায়। উপাসনামূলক (সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী ইত্যাদি) কাজগুলোও খলিফার কাজ। তাই এভাবে অনুবাদ করলে ঐ কাজগুলোও মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের মধ্যে এসে যায়। এটা পূর্ব উল্লেখিত কুরআনের অনেক তথ্যের বিরুদ্ধ কথা। সুতরাং আয়াত দু'টির এভাবে উপস্থাপনকৃত অনুবাদ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

আয়াতদু'টির সঠিক অনুবাদ বা ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ: খলিফা অর্থ প্রতিনিধি। প্রতিনিধির কাজ হলো নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের বলে দেয়া অবশ্য পূরণীয় সকল শর্ত পূরণ করে তার প্রতিনিধিত্ব করা। প্রতিনিধিত্বের অবশ্য পূরণীয় শর্তগুলো আর দাসত্বের অবশ্য পূরণীয় শর্তগুলো অভিন্ন। অর্থাৎ ৫ নং তথ্যে দাসত্বের যে শর্তগুলো উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিনিধিত্বের শর্তগুলো হবে হুবহু ঐ রকম। শুধু সেখানে 'দাস ও দাসত্বের' স্থানে 'প্রতিনিধি ও প্রতিনিধিত্ব' পড়লেই হবে।

তাহলে প্রথম আয়াতটির সঠিক অনুবাদ হবে- 'আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধিত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনাকারী সৃষ্টি পাঠাতে যাচ্ছি' এবং দ্বিতীয় আয়াতটির সঠিক অনুবাদ হবে- 'তিনিই তাঁর প্রতিনিধিত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনাকারী সৃষ্টিরূপে তোমাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন'। আর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্য আয়াতগুলোর বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই আয়াত দু'টির চূড়ান্ত ব্যাখ্যা হবে- 'আল্লাহ্ ন্যায় কাজ বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে খলিফা হিসেবে জীবন পরিচালনা করার জন্যে মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন'।

তথ্য-৭.১

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ.

অনুবাদ: তাহলে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশের উপর ঈমান আনছো এবং অন্য অংশকে অস্বীকার করছো? অতঃপর তোমাদের মধ্যে যারা এ ধরনের কাজ করে তাদের প্রতিদান দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই হবে না; আর কিয়ামতের দিন তাদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে; আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন। ওরাই তারা যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন কিনে নিয়েছে; তাই তাদের শাস্তি কমানো হবে না এবং তাদের কোনো সাহায্যও করা হবেনা।

(বাকারা/২ : ৮৫, ৮৬)

ব্যাখ্যা: এখানে যারা কুরআনে উল্লিখিত বিষয়গুলোর কিছু বিশ্বাস করবে আর কিছু অবিশ্বাস করবে তাদের সম্পর্কে আয়াতের প্রথমে বলা হয়েছে -দুনিয়ার জীবনে তাদের লাঞ্ছনা এবং পরকালে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- তাদের শাস্তি কমানো হবে না এবং তাদের কোনো সাহায্যও করা হবেনা।

কোনো ব্যক্তি যদি কোনো বিষয় মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে তবে তার কর্মকাণ্ডে অবশ্যই তা প্রকাশ পাবে। তাই আল্লাহ্ এখানে বলছেন- যারা কুরআনের নির্দেশগুলোর কিছু বিশ্বাস ও পালন করবে আর কিছু বিশ্বাস ও পালন করবে না ,

দুনিয়ায় তাদের হবে দূর্ভোগ ও লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে কঠিন ও স্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে হবে।

কুরআনে আছে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য ও পাথেয় বিভাগের সকল মূল বিষয়। তাই,এ আয়াত থেকে জানা যায়- মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় বিভাগের যে বিষয়গুলো কুরআনে উল্লেখ আছে তার একটিও বাদ দেয়া যাবে না। সবগুলো বিশ্বাস ও পালন করতে হবে।

তথ্য-৭.২

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ . ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ . فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ . ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ .

অনুবাদ: নিশ্চয় যারা নিজেদের নিকট সৎপথ স্পষ্ট হবার পর তা থেকে তাদের পেছনের দিকে ফিরে যায়, শয়তান তাদের প্ররোচিত করেছে এবং তাদের নিকট মিথ্যা আশাবাদকে প্রলম্বিত করেছে। এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা যারা অপছন্দ করে তাদেরকে তারা বলে, আমরা কিছু বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করবো; আর আল্লাহ তাদের গোপন ষড়যন্ত্র অবগত আছেন। তখন কেমন হবে যখন ফেরেশতা তাদের মুখমণ্ডল ও পিঠে আঘাত করতে করতে মৃত্যু ঘটাবে? এটা এজন্য যে, তারা তার অনুসরণ করে যা আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে, এজন্যে তিনি তাদের সকল আ'মল নিষ্ফল করে দেবেন।

(মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৫-২৮)

ব্যাখ্যা: প্রথম আয়াতটিতে কিতাবের মাধ্যমে হেদায়েত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাওয়ার পর যারা তা থেকে ফিরে যায়, তাদের কিছু অবস্থা বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় আয়াতটিতে এই ফিরে যাওয়া বলতে কী বুঝায়, তা বলা হয়েছে। ঐ ফিরে যাওয়া হলো- জীবনের কিছু ব্যাপারে আল্লাহর কিতাবকে অনুসরণ করা আর কিছু ব্যাপারে অন্য কারো (গায়রুল্লাহ্) কথা অনুসরণ করা। এই ধরনের আচরণের ব্যাপারে এই আয়াত ক'টিতে যা বলা হয়েছে তা হলো-

১. ঐ ধরনের আচরণের জন্যে শয়তান তাদের সামনে মিথ্যা আশা-

আকাঙ্ক্ষার ধারা প্রশস্ত করে দিয়েছে। অর্থাৎ শয়তান তাদের ধারণা দিয়েছে, ঐ রকম আচরণ করলেও তারা সফলকাম হবে এবং ইহকাল ও পরকালে সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে

২. ঐ ধরনের আচরণের জন্যে মৃত্যুকালে ফেরেশতারা তাদের মুখে ও পিঠে আঘাত করে জর্জরিত করবেন

৩. ঐ ধরনের আচরণের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে পছন্দ করা এবং সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করা

৪. ঐ আচরণের জন্যে তাদের সকল আমল নিস্ফল হয়ে যাবে।

এ আয়াত থেকেও তাই জানা যায়- মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় বিভাগের যে বিষয়গুলো কুরআনে উল্লেখ আছে তার সবক'টি পালন করত হবে।

তথ্য-৭.৩

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا

অনুবাদ: আর যারা মানুষকে দেখানোর জন্য তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না এবং আখিরাতেও না; আর তাদের সঙ্গী হয় শয়তান, আর সে সঙ্গী কতই না মন্দ!

(নিসা/৪ : ৩৮)

ব্যাখ্যা: মানুষকে দেখানোর জন্য ধন-সম্পদ ব্যয়সহ যে কোনো কাজ করা (রিয়া) ইসলামের একটি মূল নিষিদ্ধ বিষয়। আর আল্লাহকে এবং পরকালে বিশ্বাস করে না বলে খেতাব পাওয়া ব্যক্তির জীবন শতভাগ ব্যর্থ। তাই, এ আয়াতের আলোকে বলা যায়- কুরআন উল্লেখ থাকা মূল নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের একটিও পালন করলে মানব জীবন শতভাগ ব্যর্থ হবে।

তথ্য-৭.৪

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَأً ... ... وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا .

অনুবাদ: কোনো মু'মিনকে হত্যা করা কোনো মু'মিনের জন্য সঙ্গত নয়, তবে ভুলবশত করলে স্বতন্ত্র কথা ... ... আর যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মু'মিনকে হত্যা করে তার স্থান জাহান্নাম, সেখানে সে চিরকাল অবস্থান করবে, আর আল্লাহ

তার উপর রাগান্বিত হন, তাকে লা'নত করেন এবং তার জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মহাশাস্তি।

(নিসা/৪ : ৯২, ৯৩)

ব্যাখ্যা: কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা বড় (মূল) নিষিদ্ধ কাজ। চিরকাল জাহান্নামে থাকার অর্থ জীবন শতভাগ ব্যর্থ। তাহলে এ আয়াতের আলোকে সাধারণভাবে বলা যায়- কুরআনে উল্লেখিত থাকা মূল নিষিদ্ধ বিষয়ের একটিও পালন করলে বা মূল করণীয় বিষয়ের একটিও পালন না করলে মানব জীবন শতভাগ ব্যর্থ হবে।

তথ্য-৭.৫

وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ. وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

অনুবাদ: অথচ আল্লাহ বেচা-কেনাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম; অতঃপর যে ব্যক্তির নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ পৌঁছার পর সে বিরত হয়েছে সে পূর্বে যা খেয়েছে তা তারই (বিষয়), তবে তার বিষয়টি আল্লাহর কাছে সমর্পিত; আর যারা (নির্দেশ পাওয়ার পরও) পুনরাবৃত্তি করেছে তারা জাহান্নামের অধিবাসী; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

(বাকারা/২ : ২৭৫)

ব্যাখ্যা: সুদ খাওয়া বড় (মূল) নিষিদ্ধ কাজ। তাহলে এ আয়াতের আলোকেও সাধারণভাবে বলা যায়- কুরআনে উল্লেখিত মূল নিষিদ্ধ বিষয়ের একটিও পালন করলে বা মূল করণীয় বিষয়ের একটিও পালন না করলে মানব জীবন শতভাগ ব্যর্থ হবে।

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ.

অনুবাদ: আর যে (মু'মিন) ব্যক্তি (মিরাস বন্টনের ব্যাপারে) আল্লাহ ও তার রাসুলের অবাধ্য হবে এবং তার নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং তার জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।

(নিসা/৪ : ১৪)

ব্যাখ্যা: মিরাস বন্টন একটি মূল করণীয় কাজ। তাহলে এ আয়াতের আলোকে সাধারণভাবে বলা যায়- কুরআনে উল্লেখিত মূল করণীয় বিষয়ের একটিও পালন

না করলে বা মূল নিষিদ্ধ বিষয়ের একটিও করলে মানব জীবন শতভাগ ব্যর্থ হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা: ৭নং তথ্যের আয়াতসমূহের আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়- মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় বিভাগের যে বিষয়গুলো কুরআনে উল্লেখ আছে তার সবক'টি পালন করতে হবে।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী কোনো বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) যদি কুরআন সমর্থন করে তবে ঐ প্রাথমিক রায় হবে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। পূর্বেই আমরা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায় জেনেছি। উপরে উল্লিখিত কুরআনের তথ্যগুলো থেকে সহজে বোঝা যায় কুরআন ঐ প্রাথমিক রায়কে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী বলা যায়, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো-

১. ন্যায়-অন্যায় বিভাগের কাজগুলো তথা ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধ হবে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

২. জীবনের অন্য তিন বিভাগের বিষয় হলো মানুষ সৃষ্টির পাথেয়। অর্থাৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়।

৩. উদ্দেশ্য ও পাথেয় বিভাগের মৌলিক বিষয়ের সবগুলো পালন করতে হবে।

উপাসনামূলক কাজ

কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা, ঈমান আনা, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া, সিয়াম পালন করা, হাজ্জ করা ইত্যাদি

ন্যায় কাজ ও অন্যায় কাজ

সত্য বলা, মিথ্যা না বলা, পরোপকার করা, নিজে পেট ভরে খেলে অপরে যেন খাওয়াবিহীন না থাকে, নিজে অট্টালিকায় থাকলে অপরে যেন ফুটপাতে না থাকে, নিজে উচ্চশিক্ষিত হলে অপরে যেন অশিক্ষিত না থাকে, নিজে ভালো কাপড় পরলে অপরে যেন কাপড় বিহীন না থাকে এ সকল বিষয়ে ভূমিকা রাখা, কারো ক্ষতি না করা ইত্যাদি

শরীর স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ

খাওয়া, পান করা, ব্যায়াম, চিকিৎসা ইত্যাদি

পরিবেশ পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ

সাধারণ শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস পর্যালোচনা করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার মূলনীতি:
হাদীস পর্যালোচনা করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার মূলনীতি (আমাদের গবেষণা অনুযায়ী) চারটি-

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না

২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে

৩. হাদীস Common sense-এর সর্বসম্মত রায়ের বিরোধী হবে না

৪. হাদীস বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের বিরোধী হবে না।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের নীতিমালা বা চলমানচিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-১২) এবং সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বোঝায় কী? (গবেষণা সিরিজ-১৯)।

এ মূলনীতিসমূহ মনে রেখে চলুন এখন মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে হাদীস পর্যালোচনা করা যাক। আর হাদীসে, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে উপরে উল্লিখিত চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী তথ্য অবশ্যই থাকবে। কারণ, রাসূল (সা.)-কে দুনিয়ায় পাঠানোর উদ্দেশ্যই হলো- কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে কুরআনের বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা করা।

হাদীস-১

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

অনুবাদ: আবু সাইদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ অন্যায় কাজ হতে দেখে সে যেন তা হাত দিয়ে বন্ধ করে। যদি ঐ ক্ষমতা না থাকে তবে সে যেন নিজ জিহ্বা দ্বারা তার প্রতিবাদ করে। আর যদি তার ঐ ক্ষমতাও না থাকে তবে সে যেন মন দ্বারা তা করে (মনে অনুশোচনা

থাকে এবং মনে মনে অন্যায়টি প্রতিরোধ করার পরিকল্পনা করে)। আর এটি ঈমানের দুর্বলতম স্তর (এর নীচে কোনো ঈমান নেই)।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: মুসলিম, হাদীস নং-১৮৬)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানি থেকে জানা যায়- সামনে অন্যায় হতে দেখলে প্রত্যেক ঈমানদরকে তা শক্তি দিয়ে বন্ধ করতে হবে। কোনো কারণে সেটি না পারলে মুখ দিয়ে তার প্রতিবাদ করতে হবে। আর কোনো কারণে তাও সম্ভব না হলে মনে অনুশোচনা থাকতে হবে এবং মনে মনে ঐ অন্যায় কাজ বন্ধ করার পরিকল্পনা করতে হবে। যে ব্যক্তি এই শেষটিও করবে না তার ঈমান নাই বা সে ঈমান আনে নাই বলে গণ্য হবে।

ঈমান আনা একটি উপাসনামূলক কাজ। তাই হাদীসখানি থেকে জানা যায়, ন্যায়-অন্যায় বিভাগের যে কোনো অন্যায় কাজ প্রতিরোধ করার বিষয়ে বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী যথাযথ ভুমিকা না রাখলে 'ঈমান আনা' নামক উপাসনা বিভাগের আমলটি পালন করা হয়নি বলে ধরা হয়। এর কারণ হলো- ঈমান আনা আমলটির উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মন-মানসিকতাকে এমনভাবে গঠন করা যেন তা ন্যায় ও অন্যায় বিভাগের কাজগুলো করার ব্যাপারে ব্যক্তিকে যথাযথভাবে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং যদি দেখা যায়- ঈমানের দাবিদার কোনো ব্যক্তি ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধের ব্যাপারে কোনো প্রকার ভূমিকা রাখছে না, তবে নি:সন্দেহে বুঝতে হবে ঐ ব্যক্তি ঈমান আনা আমলটির অনুষ্ঠানটি করলেও মন-মানসিকতাকে যথাযথভাবে গঠন করেনি। অর্থাৎ ঈমান আনা আমলটির মূল দিকটিতে তার ঘাটতি আছে। আর তাই সে ঈমান আনেনি বলে ধরা হবে।

Common sense অনুযায়ী যে বিষয় দ্বারা কোনো কিছু গঠন করতে চাওয়া হয় তা সবসময় পাথেয় বিভাগের বিষয় হয়। তাই, হাদীসখানি থেকে জানা যায়- ঈমান আনা বিষয়টি মানুষ সৃষ্টির পাথেয় বিভাগের বিষয়। আর ন্যায়-অন্যায় বিভাগের বিষয়গুলো হলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয়।

হাদীস-২

وَعَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ فَلَمَّا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ (ص) اِلاَّ قَالَ لاَ اِيْمَانَ لِمَنْ لاَ اَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ .

অনুবাদ: আনাস (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) আমাদের এমন নসিহত খুব কমই করেছেন যার মধ্যে তিনি বলেননি, খিয়ানতকারীর ঈমান নেই এবং ওয়াদা ভংগকারীর দ্বীন নেই।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: বায়হাকী, হাদীস নং-১২৪৭০)

ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানির একটি বক্তব্য হলো, খিয়ানাতকারীর ঈমান নেই। খিয়ানাত করা একটি অন্যায় কাজ। আর ঈমান আনা একটি উপাসনামূলক কাজ। তাই এ হাদীসখানি অনুযায়ীও অন্যায় কাজ থেকে দুরে না থাকলে ঈমান আনা নামের উপাসনামূলক আমলটি আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না। আর তাই, ১নং হাদীসখানির ন্যায় এ হাদীসখানি ব্যাখ্যা করেও বলা যায়- ঈমান আনা বিষয়টি মানুষ সৃষ্টির পাথেয় বিভাগের বিষয়। আর ন্যায়-অন্যায় বিভাগের বিষয়গুলো হলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয়।

হাদীস-৩

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

অনুবাদ: আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি- সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং আমানাত রাখলে খিয়ানাত করে।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: বুখারী, হাদিস নং- ৩৩)

ব্যাখ্যা: মুনাফিক হলো সেই ব্যক্তি যে ঈমানের দাবি করে এবং প্রকাশ্যে মানুষকে দেখানোর জন্য কিছু আমল করে কিন্তু অন্তরে ঈমান আনে নাই। অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে সে মু'মিন নয়। হাদীসখানিতে তিনটি কাজ করা ব্যক্তিকে মুনাফিক বলা হয়েছে- মিথ্যা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা এবং আমানাতের খিয়ানাত করা।

মিথ্যা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা এবং আমানাতের খিয়ানাত করা হলো ন্যায়-অন্যায় বিভাগের কাজ। আর ঈমান আনা একটি উপাসনামূলক কাজ। তাই এ হাদীসখানি অনুযায়ীও অন্যায় কাজ পালন থেকে দুরে না থাকলে ঈমান আনা নামের উপাসনামূলক আমলটি আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না। তাই, ১নং হাদীসখানির ন্যায় এ হাদীসখানি ব্যাখ্যা করেও বলা যায়- ঈমান আনা বিষয়টি মানুষ সৃষ্টির পাথেয় বিভাগের বিষয়। আর ন্যায়-অন্যায় বিভাগের বিষয়গুলো হলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয়।

হাদীস-৪

عَنْ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَايِعٌ اِلَى جَنْبِهِ.

অনুবাদ: ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয় যে উদর পূর্ণ করে খায় কিন্তু তার পাশেই তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: বায়হাকী, হাদীস নং-৯৫৩৬)

ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানির একটি বক্তব্য হলো- ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয় যে উদর পূর্ণ করে খায় কিন্তু তার পাশেই তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে। প্রতিবেশী অভুক্ত রেখে, কোন ধরনের ব্যবস্থা না নিয়ে নিজে পেট ভরে খাওয়া ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে একটি অন্যায় কাজ। আর ঈমান আনা একটি উপাসনামূলক কাজ। তাই এ হাদীসখানি অনুযায়ীও অন্যায় কাজ থেকে দুরে না থাকলে 'ঈমান' আনা উপাসনামূলক আমলটি আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না। তাই, ১নং হাদীসখানির ন্যায় এ হাদীসখানি ব্যাখ্যা করেও বলা যায়- ঈমান আনা বিষয়টি মানুষ সৃষ্টির পাথেয় বিভাগের বিষয়। আর ন্যায়-অন্যায় বিভাগের বিষয়গুলো হলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয়।

হাদীস-৫

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فُلَانَةَ يُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ فُلَانَةَ يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ.

অনুবাদ: আবু হুরায়রা (রা.) বলেন- জনৈক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.) অমুক মহিলা সালাত ও যাকাতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তবে সে নিজ মুখ দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন, সে জাহান্নামী। লোকটি আবার বললো- ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.), অমুক মহিলা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম সিয়াম রাখে, সাদকা কম করে এবং সালাতও কম পড়ে। তার দানের পরিমাণ হলো পনিরের টুকরা বিশেষ। কিন্তু সে নিজ মুখ দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। তিনি (রাসূল সা.) বললেন, সে জান্নাতী।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং-৯৬৭৩)

ব্যাখ্যা: প্রতিবেশীকে মুখ দিয়ে কষ্ট দেয়া ন্যায়-অন্যায় বিভাগের একটি অন্যায় কাজ। আর সালাত, সিয়াম ও যাকাত হলো উপাসনামূলক কাজ। হাদীসখানিতে দেখা যায় প্রচুর সালাত, সিয়াম ও যাকাত আদায় করার পরও প্রতিবেশীকে মুখ দিয়ে কষ্ট দেয়ার কারণে প্রথম মহিলাকে জাহান্নামে যেতে হবে। অর্থাৎ তার ঐ উপসনামূলক আমলগুলো আল্লাহর নিকট কবুল হবে না। অন্যদিকে কম (ফরজ, ওয়াজিব বাদ না দিয়ে) সালাত, সিয়াম ও যাকাত আদায় করার পরও প্রতিবেশীকে মুখ দিয়ে কষ্ট না দেয়ায় দ্বিতীয় মহিলা জান্নাতে যাবে। অর্থাৎ তার ঐ উপসনামূলক আমলগুলো আল্লাহর নিকট কবুল হবে। এর কারণ হলো, সালাত, সিয়াম, যাকাত ইত্যাদি উপাসনামূলক কাজ থেকে আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা দিয়ে গঠন করতে চেয়েছেন। ঐ শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্য হলো ন্যায়-অন্যায় বিভাগের কাজগুলো যথাযথভাবে পালন করার উপযোগী করে মানুষকে গড়ে তোলা।

প্রথম মহিলা প্রচুর সালাত, সিয়াম ও যাকাত আদায় করলেও সে ইবাদাতগুলো থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নেয়নি। তাই সে মুখ দিয়ে প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়েছে। ফলে তার ঐ আমলগুলো কবুল হয়নি এবং তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। আর দ্বিতীয় মহিলা ঐ আমলগুলো কম করলেও সেগুলো থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়েছে। তাই সে মুখ দিয়ে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়নি। ফলে তার ঐ আমলগুলো কবুল হয়েছে এবং সে জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য হয়েছে।

যে বিষয় দ্বারা কোনো কিছু শিক্ষা দেয়া হয় বা গঠন করতে চাওয়া হয় তা সবসময় পাথেয় বিভাগের বিষয় হয়। তাই এ হাদীসখানি থেকে জানা যায়, সালাত, সিয়াম ও যাকাত তথা উপাসনামূলক আমল হলো মানুষ সৃষ্টির পাথেয়মূলক বিষয়। আর ন্যায় ও অন্যায় বিভাগের কাজগুলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয়।

হাদীস-৬

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

অনুবাদ: আবু হুরায়রা (রা.) বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বা মিথ্যা আচরণ ছাড়েনি, তার খাওয়া বা পান করা ছেড়ে দেয়াতে (সিয়াম পালন) আল্লাহর কোনো দরকার নেই (আল্লাহর নিকট কবুল হবে না)।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: সহীহ বুখারী, হাদিস নং-১৯০৩)

ব্যাখ্যা: সিয়াম উপাসনা বিভাগের কাজ। আর মিথ্যা কথা বা মিথ্যা আচরণ ন্যায়-অন্যায় বিভাগের কাজ। হাদীসখানি অনুযায়ী তাই ন্যায়-অন্যায় বিভাগের

কাজগুলো না করলে উপাসনা বিভাগের আমল কবুল হয় না। এর কারণ হলো উপাসনামূলক আমলের উদ্দেশ্য হলো আমলগুলোর অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় (যদি থাকে) হতে শিক্ষা দিয়ে মানুষকে গঠন করা যেন তারা ন্যায়-অন্যায় বিভাগের কাজগুলোকে যথাযথভাবে পালন করতে পারে।

সিয়ামের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা এমন মানুষ গঠন করতে চেয়েছেন যারা পেটে ক্ষুধা ও জৈবিক চাহিদা থাকলেও ন্যায়-অন্যায় বিভাগের অন্যায় কাজগুলো থেকে দূরে থাকবে এবং ন্যায় কাজগুলো যথাযথভাবে পালন করবে।

যে বিষয় দ্বারা কোনো কিছু শিক্ষা দেয়া হয় বা গঠন করতে চাওয়া হয় তা সবসময় পাথেয় বিভাগের বিষয় হয়। তাই এ হাদীসখানি থেকেও জানা যায়, সালাত, সিয়াম ও যাকাত তথা উপাসনামূলক আমল হলো মানুষ সৃষ্টির পাথেয়মূলক বিষয়। আর ন্যায় ও অন্যায় বিভাগের কাজগুলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয়।

হাদীস-৭

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِيْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ.

অনুবাদ: আবু হুরায়রা (রা.) বলেন- রাসূল (সা.) বললেন, তোমরা কি জান সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি কে? সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেন, আমাদের মধ্যে দরিদ্র হলো সে, যার টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি সে, যে কিয়ামতের ময়দানে সালাত, সিয়াম ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসতে থাকবে যে, সে কোনো মানুষকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা দোষারোপ করেছে, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছে, কারো রক্ত (অন্যায়ভাবে) প্রবাহিত করেছে বা কাউকে (অন্যায়ভাবে) আঘাত করেছে। অত:পর তার সালাত, যাকাত, সিয়াম ইত্যাদি কাজগুলোকে বিনিময় হিসেবে ঐ ক্ষতিগ্রস্ত বা

কষ্টপ্রাপ্ত লোকগুলোকে দেয়া হতে থাকবে। এভাবে তার সকল নেক কাজ বিনিময় দিয়ে শেষ হয়ে যাওয়ার পর দাবিদারদের পাপগুলো তার উপর চাপানো হবে।অবশেষে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: সহীহ মুসলিম, হাদিস নং-৬৭৪৪)

ব্যাখ্যা: মানুষকে গালি দেয়া, কাউকে মিথ্যা দোষারোপ করা, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা, কারো রক্ত অন্যায়ভাবে প্রবাহিত করা, কাউকে অন্যায়ভাবে আঘাত করা অন্যায় কাজ। হাদীসখানিতে দেখা যায়- কেউ যদি দুনিয়ায় উল্লিখিত অন্যায় কাজগুলো করে তবে শেষ বিচারের দিন তার সালাত, যাকাত, সিয়াম ইত্যাদি উপাসনামূলক আমল বিফলে যাবে এবং তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। তাই ৫ ও ৬ নং হাদীস দু'খানির ন্যায় এ হাদীসটি থেকেও বুঝা যায়- ন্যায় কাজ পালন করা এবং অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকা তথা ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ হচ্ছে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আর উপাসনমূলক কাজগুলো হচ্ছে মানুষ সৃষ্টির পাথেয়।

হাদীস-৮

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلَى جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَنِ اقْلِبْ مَدِيْنَةَ كَذَا وَكَذَا بِاَهْلِهَا فَقَالَ يَارَبِّ اِنَّ فِيْهِمْ عَبْدَكَ فُلاَنًا لَمْ يَعْصِيْكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَالَ فَقَالَ اَقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَاِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيْ سَاعَةٍ قَطُّ.

অনুবাদ: জাবের (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ জিব্রাইল (আ.) কে নির্দেশ দিলেন যে, অমুক অমুক শহরকে তার অধিবাসী সহ উল্টিয়ে দাও। তিনি বললেন, হে রব! তাদের মধ্যে তো তোমার অমুক এক বান্দা আছে যে মুহূর্তের জন্যেও নাফরমানি করেনি (উপাসনামূলক আমল হতে দূরে থাকেনি)। রাসূল (সা.) বলেন, তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা বললেন- তাকেসহ সকলের উপরই শহরটিকে উল্টিয়ে দাও। কারণ, সম্মুখে পাপাচার (অন্যায় কাজ) হতে দেখে মুহূর্তের জন্যে তার চেহারা মলিন হয়নি।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: বায়হাকী, হাদীস নং-৭৫৯৫)

ব্যাখ্যা: হাদীসটি থেকে জানা যায়- একটি শহরকে উল্টিয়ে দেয়ার আদেশ পাওয়ার পর জিব্রাইল (আ.) শহরটিতে থাকা একটি লোকের শাস্তি ভোগ করার কারণ জানার জন্যে আল্লাহকে বলেছিলেন- 'সে ব্যক্তিতো মুহূর্তের জন্যেও তাঁর নাফরমানি করেনি তথা সেতো সকল উপাসনামূলক আমল পালন করছে'।

জিব্রাইল (আ.) এর ঐ কথার উত্তরে আল্লাহ্ বলেছেন- 'সম্মুখে পাপাচার তথা অন্যায় কাজ হতে দেখে মুহূর্তের জন্যেও তার চেহারা মলিন হয় না'।

সম্মুখে পাপাচার হতে দেখে মুহূর্তের জন্যেও চেহারা মলিন না হওয়ার অর্থ হলো- অন্যায় কাজ হতে দেখে তা প্রতিরোধ করার কোনো ব্যবস্থা না নেয়া এমনকি মনে অনুশোচনাও না হওয়া। তাই, পূর্বের হাদীসগুলোর ন্যায় এ হাদীসখানি থেকেও জানা যায়- ন্যায় কাজ পালন করা এবং অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকা তথা ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ হলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আর উপাসনমূলক কাজগুলো হচ্ছে মানুষ সৃষ্টির পাথেয়।

সম্মিলিত শিক্ষা: উল্লিখিত হাদীসগুলো পর্যালোচনা করলে নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায় যে- ন্যায় কাজ পালন করা এবং অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকা তথা ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ হচ্ছে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আর জীবনের অন্য তিন বিভাগের কাজ (উপাসনা,শরীর-স্বাস্থ্য গঠন ও পরিবেশ-পরিস্থিতি গঠন) হলো মানুষ সৃষ্টির পাথেয়। এ ধরনের আরো হাদীস হাদীসশাস্ত্রে উপস্থিত আছে।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের চলমান চিত্র (Flow Chart)

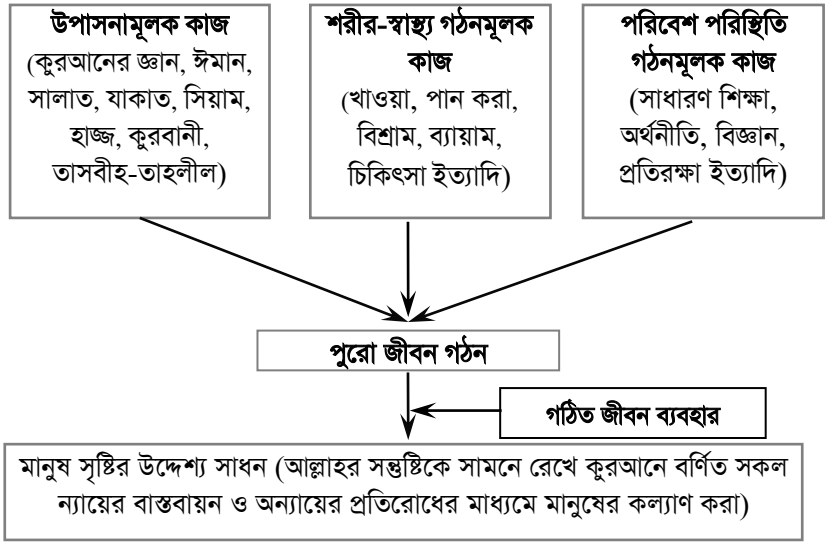

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ন্যায়-অন্যায় কাজগুলো কী কী তা জানার উপায়

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ন্যায়-অন্যায় (معروف এবং منكر) কাজগুলোর মধ্যে যেগুলো প্রথম স্তরের মৌলিক তার সবগুলো আল্লাহ তা'য়ালা আল কুরআনে উল্লেখ করে রেখেছেন। একথাটি মহান আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নাহলের ৮৯নং আয়াতের মাধ্যমে। তাই, কেউ যদি সেগুলো জানতে চায় তবে আল-কুরআন অর্থসহ বুঝে পড়লেই তা নির্ভুলভাবে জানতে পারবে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, মুসলমানরা যাতে কুরআনের ঐ বক্তব্যগুলো সহজে জানতে না পারে, সে জন্যে ইবলিস শয়তান নানাভাবে ধোঁকাবাজি খাটিয়েছে এবং অধিকাংশ মুসলিম ইবলিসের সেই ধোঁকাবাজিমূলক কথাগুলোকে ইসলামের কথা মনে করে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং তার উপর আমলও করে যাচ্ছে। ইবলিসের সেই ধোঁকাবাজিমূলক কথা কী কী তা জানতে পারবেন প্রকাশিত নিম্নের বইগুলো থেকে-

১. মু'মিনের ১ নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ
২. ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?

পাথেয়গুলোর মধ্যে উপাসনাগুলোকে অধিক গুরুত্ব দেয়ার কারণ

কুরআন ও সুন্নাহে পাথেয়মূলক কাজগুলোর মধ্যে উপাসনা বিভাগের কাজগুলোকে (কুরআনের জ্ঞান অর্জন, ঈমান আনা, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি) অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাই, এ প্রশ্নটি মনে আসা স্বাভাবিক যে, পাথেয়মূলক কাজগুলোর মধ্যে উপাসনা বিভাগের কাজগুলোকে অধিক গুরুত্ব দেয়ার কারণ কী?

শ্রদ্ধেয় পাঠক, এ বিষয়ে পৃথিবীর কেউ নিশ্চয়ই দ্বিমত পোষণ করবে না যে-কোনো কঠিন কাজ করতে হলে প্রথমে সে কাজ করার উপযোগী জনশক্তি এবং পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরি করা অবশ্যই দরকার। আর এর মধ্যে জনশক্তি গঠনই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। জনশক্তি গঠন বলতে তাদের মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক এবং শারীরিক উভয় গঠনকে বুঝায়। তবে এ দু'টির মধ্যে মানসিক ও মৌলিক বুদ্ধিবৃত্তিক গঠনই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ জনশক্তিই ব্যবহার করবে অন্যান্য উপায় উপকরণ। তারা যদি মানসিক ও মৌলিক বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে উপযোগী না হয় তবে শরীর-স্বাস্থ্য ও অন্যান্য উপায় উপকরণ যাই থাকুক না কেন, সফলতা আসবে না। যেমন ধরুন- কোনো সরকার যদি তার দেশের নাগরিকদের রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা করতে চায়, তবে প্রথমে তাকে ঐ কাজের

উপযোগী চিকিৎসক, নার্স এবং উপায় উপকরণের (হাসপাতাল, ঔষধ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) ব্যবস্থা করতে হবে। তবে এর মধ্যে জনশক্তির (চিকিৎসক, নার্স ইত্যাদি) মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক গঠনই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তারা যদি মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিকে দিয়ে উপযুক্ত না হয়, তবে তাদের শরীর-স্বাস্থ্য এবং অন্য উপকরণ প্রচুর থাকলেও তা সঠিকভাবে কাজে আসবে না। আর তাই মানুষের রোগ-ব্যধির চিকিৎসা হবে না।

আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ অত্যন্ত কঠিন কাজ। এ কাজ করতেও উপযুক্ত জনশক্তি ও উপায় উপকরণ দরকার। এর মধ্যে মানসিক ও মৌলিক বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে উপযুক্ত জনশক্তিই হলো সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে মানসিক ও মৌলিক বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে উপযুক্ত জনশক্তি গঠন করার কোনো ব্যবস্থা বা প্রোগ্রাম যদি আল্লাহর না থাকতো, তবে মহান আল্লাহ্ অবশ্যই সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী সত্তা হতে পারতেন না (নাউযুবিল্লাহ)। উপযুক্ত জনশক্তি তৈরির আল্লাহর সেই ব্যবস্থা হচ্ছে উপাসনা বিভাগের কাজগুলো। ঐ কাজগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্ মুসলিমদের বিভিন্ন শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। কাজগুলো নিষ্ঠার সঙ্গে করার মাধ্যমে তারা যদি সেই শিক্ষাগুলো মনেপ্রাণে গ্রহণ করে এবং তা তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে প্রয়োগ করার জন্যে তৈরি হয়ে যায়, তাহলেই শুধু তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। অন্যথায় নয়। তাই পাথেয় বিভাগের কাজগুলোর মধ্যে ঐ কাজগুলোকে ইসলাম বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। ঐ কাজগুলোর মধ্যে সালাত থেকে আল্লাহ্ যে অপূর্ব শিক্ষাগুলো দিতে চেয়েছেন, তা আলোচনা করা হয়েছে **'সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে'** (গবেষণা সিরিজ- ৩) নামক বইটিতে।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে কুরআনের জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব

আলোচ্য বিষয়ে আলোচনা পরিপূর্ণ হবে না যদি মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনে কুরআনের জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব কতোটুকু তা নিয়ে কিছু আলোচনা করা না হয়। কুরআন না জানলে একজন মানুষ নির্ভুলভাবে জানতে পারবে না কে তাকে সৃষ্টি করেছেন, কী উদ্দেশ্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সৃষ্টির উদ্দেশ্যমূলক কাজগুলো কী কী, সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে পাথেয়মূলক কাজ কী কী, মৃত্যুর পর কী হবে ইত্যাদি জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো। ফলে তার পক্ষে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন করা কোনোক্রমেই সম্ভব হবে না বা হতে পারে না। তাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে, কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা অবশ্যই মানুষের ১ নং বা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে। আর এ কারণেই কুরআন ও সুন্নাহ, আল-কুরআনের জ্ঞান অর্জনকে একজন মুসলিম বা মানুষের সবচেয়ে বড় সাওয়াবের

কাজ এবং কুরআনের জ্ঞান না থাকাকে সবচেয়ে বড় গুনাহ হিসেবে ঘোষণা করেছে। বিষয় দু'টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে **'মু'মিনের ১ নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ'** (গবেষণা সিরিজ- ৪) এবং **'সবচেয়ে বড় গুনাহ- শিরক কর না কুরআনের জ্ঞান না থাকা'** (গবেষণা সিরিজ- ২৮) নামক বই দু'টিতে।

শেষ কথা

উদ্দেশ্যহীন চালক সারা জীবন গাড়ি চালালেও তার গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে না। তাই, কোনো মুসলিম যে উদ্দেশ্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা সঠিকভাবে না জেনে এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনকে সামনে না রেখে যদি তার জীবনের গাড়ি চালায়, তবে সেও তার পরম আকাঙ্ক্ষার গন্তব্যস্থল জান্নাতে পৌঁছাতে পারবে না। চাই সে প্রচলিত মতে যতো বড় সালাত আদায়কারী, সিয়াম পালনকারী, দানবীর, পরহেজগার, বুজুর্গ, পীর, মাওলানা, রাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদ, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী ইত্যাদি হোক না কেন।

আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করার উপায় কী, কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তাও পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। এটা **'রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বুঝার মাপকাঠি'** (গবেষণা সিরিজ-২) শিরোনামের বইতে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ যেন আমাদের সবাইকে তাঁর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, জীবনের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার তৌফিক দান করেন, কায়মনোবাক্যে এ দোয়া করে শেষ করছি।

ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়ার অনুরোধ রেখে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি।

আল্লাহ হাফিজ!

লেখকের বইসমূহঃ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বুঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেনো আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. আ'মল কবুলের শর্তসমূহ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেনো?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক অবস্থান জানার সহজ ও সঠিক উপায়
৯. ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?

১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেনো?
১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও Common sense ব্যবহারের নীতিমালা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেনো?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. 'ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াত দ্বারা কবীরাহ গুনাহ বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরাহ গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা?
২৪. আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির (প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)
২৬. কুরআনের অর্থ (তরজমা) ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড় গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্ব মানবতার মূল শিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্করণ বের করা মুসলিম জাতির জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কী?
৩৪. কুরআনের সরল অর্থ জানা ও সঠিক ব্যাখ্যা বুঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামার, অনুবাদ, উদাহরণ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্ব

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (আরবী ও বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (শুধু বাংলা)
৩. শতবার্তা

(পকেট কনিকা, যাতে আছে উপরোল্লিখিত ৩৪টি বইয়ের মূল শিক্ষাসমূহ)

৪. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান
(যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)
৫. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড

প্রাপ্তিস্থানঃ

- ❑ কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
  ১১,শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন: ৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭

- ❑ দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন: ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫

এছাড়াও নিম্নোক্ত লাইব্রেরীগুলোতে পাওয়া যায়-

ঢাকা

- ❑ **আহসান পাবলিকেশন্স**, কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা,
  মোবাইল: ০১৬৭৪৯১৬৬২৮
- ❑ **বিচিত্রা বুকস এ্যান্ড ষ্টেশনারি**, ৮৭, বিএনএস সেন্টার (নিচ তলা), সেক্টর-৭,
  উত্তরা, ঢাকা, মোবা: ০১৮১৩৩১৫৯০৫, ০১৮১৯১৪১৭৯৮
- ❑ **প্রফেসর'স বুক কর্ণার ,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭,
  মোবা: ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- ❑ **কাটাবন বুক কর্ণার,** কাটাবন মোড়, শাহাবাগ, মোবা: ০১৯১৮৮০০৮৪৯
- ❑ **সালেহীন প্রকাশনী** ১৪-এ/৫, শহীদ সলিমুল্লাহ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা,
  মোবা: ০১৭২৪৭৬৬৬৩৫
- ❑ **সানজানা লাইব্রেরী** ১৫/৪, ব্লক-সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
  মোবা: ০১৮২৯৯৯৩৫১২
- ❑ **আইডিয়াল বুক সার্ভিস**, সেনপাড়া (পর্বতা টওয়ারের পাশে), মিরপুর-১০,
  ঢাকা, মোবা: ০১৭১১২৬২৫৯৬
- ❑ **আল ফারুক লাইব্রেরী,** হযরত আলী মার্কেট, টঙ্গী বাজার, টঙ্গী,
  মোবা: ০১৭২৩২৩৩৩৪৩
- ❑ **মিল্লাত লাইব্রেরী,** তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা গেইট, গাজীপুর
  মোবাইল: ০১৬২৫৯৪১৭১২, ০১৮৩০৪৮৭২৭৬
- ❑ **বায়োজিদ অপটিক্যাল এন্ড লাইব্রেরী**, ডি.আই.টি মসজিদ মার্কেট, নারায়নগঞ্জ
  মোবা: ০১৯১৫০১৯০৫৬
- ❑ **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার,
  মোবা: ০১৭২৮১১২২০০

- ❑ **জামির কোচিং সেন্টার**, ১৭/বি মালিবাগ চৌধুরী পাড়া, ঢাকা।
  মোবাইল:০১৯৭৩৬৯২৬৪৭
- ❑ **মমিন লাইব্রেরী**, ব্যাংক কোলনী, সাভার, ঢাকা, মোবাইল: ০১৯৮১৪৬৮০৫৩
- ❑ **বিশ্বাস লাইব্রেরী,** ৮/৯ বনশ্রী (মসজিদ মার্কেট) আইডিয়াল স্কুলের পাশে
- ❑ **Good World লাইব্রেরী,** ৪০৭/এ খিলগাও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯
  মোবাইল: ০১৮৭৩১৫৯২০৪
- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী**, ষ্টেশন রোড, নরসিংদী
  মোবাইল:০১৯১৩১৮৮৯০২
- ❑ **প্রফেসর'স পাবলিকেশন'স**, ওয়্যারলেস রেলগেইট, মগবাজার, ঢাকা
  মোবাইল: ০১৭১১১৮৫৮৬

চট্টগ্রাম

- ❑ **আজাদ বুকস্,** ১৯, শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
  মোবা: ০১৮১৭৭০৮৩০২, ০১৮২২২৩৪৮৩৩
- ❑ **নোয়া ফার্মা,** নোয়াখালী, ০১৭১৬২৬৭২২৪
- ❑ **ভাই ভাই লাইব্রেরী এন্ড ষ্টেশনারী**, ষ্টেশন রোড, চৌমুহনী, নোয়াখালী,
  মোবাইল: ০১৮১৮১৭৭৩১৮
- ❑ **আদর্শ লাইবেরী এডুকেশন মিডিয়া**, মিজান রোড, ফেনী
  মোবাইল: ০১৮১৯৬০৭১৭০
- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** ইসলামিয়া মার্কেট, লাকসাম, কুমিল্লা,
  মোবাইল: ০১৭২০৫৭৯৩৭৪

- ❑ **ফয়জিয়া লাইব্রেরী**, সেকান্দর ম্যানশন, মোঘলটুলি,কুমিল্লা,
  মোবাইল: ০১৭১৫৯৮৮৯০৯

খুলনা

- ❑ **তাজ লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা।
  মোবাইল: ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩
- ❑ **ছালেহিয়া লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা
  মোবাইল: ০১৭১১-২১৭২৮৮
- ❑ **হেলাল বুক ডিপো**, ভৈরব চত্বর, দড়াটানা, যশোর।
  মোবাইল: ০১৭১১-৩২৪৭৮২
- ❑ **এটসেটেরা বুক ব্যাংক,** মাওলানা ভাষানী সড়ক, ঝিনাইদহ।
  মোবাইল: ০১৯১৬-৪৯৮৪৯৯
- ❑ **আরাফাত লাইব্রেরী**, মিশন স্কুলের সামনে, কুষ্টিয়া
  মোবাইল: ০১৭১২-০৬৩২১৮

❑ **আশরাফিয়া লাইব্রেরী**, এম. আর. রোড, সরকারী বালিকা বিদ্যালয় গেট, মাগুরা। মোবাইল: ০১৯১১৬০৫২১৪

সিলেট

❑ **বুক হিল,** রাজা ম্যানশন,নিচতলা, জিন্দা বাজার, ঢাকা
মোবাইল: ০১৯৩৭৭০০৩১৭

❑ **সুলতানিয়া লাইব্রেরী**, টাউন হল রোড, হবিগঞ্জ, মোবাইল: ০১৭৮০৮৩১২০৯

❑ **পাঞ্জেরী লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী,** ৭৭/৭৮ পৌর মার্কেট, সুনামগঞ্জ
মোবাইল: ০১৭২৫৭২৭০৭৮

❑ **কুদরতিয়া লাইব্রেরী**, সিলেট রোড, সিরাজ শপিং সেন্টার, মৌলভীবাজার,
মোবা: ০১৭১৬৭৪৯৮০০

রাজশাহী

❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী
মোবা: ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩, ০১৭১৫-০৯৪০৭৭

❑ **আদর্শ লাইব্রেরী**, বড় মসজিদ লেন, বগুড়া, মোবা: ০১৭১৮-৪০৮২৬৯

❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** কমেলা সুপার মার্কেট, আলাইপুর, নাটোর
মোবাইল ০১৯২-৬১৭৫২৯৭

❑ **আল বারাকাহ লাইব্রেরী,** বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ, মোবাইল:০১৭৯৩-২০৩৬৫২